NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ মাঘী পূর্ণিমায় পুণ্যস্নানে গঙ্গাসাগরে জনসমুদ্র

কেন্দ্রীয় বাজেট 'ভাঁওতা' : অমিত মিত্র ২

কলকাতা ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১৯ মাঘ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৩২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.02.2026, Vol.19, Issue No. 232, 8 Pages, Price 3.00

আজ শুরু মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। রাজ্যজুড়ে প্রায় দশ লক্ষ পরীক্ষার্থীর জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে আজ। এবারের পরীক্ষাপর্ব চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে পরীক্ষা শুরু হবে এবং চলবে দুপুর ২টো পর্যন্ত। এ বছর ৯,৭১,৩৪০ জন পরীক্ষার্থীকে নিজেদের স্কুলের বাইরে অন্য স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। ফলে সময়ানুবর্তিতা ও নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি বলে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় অবশ্যই আসল অ্যাডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে। এই দুটি নথি ছাড়া পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে অভিভাবকদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

নিরাপত্তার স্বার্থে মুঠোফোন বহন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার পরীক্ষা বাতিল হতে পারে। শুধু মোবাইল নয়, স্মার্ট ওয়াচ, ক্যালকুলেটর বা যে কোনও ধরনের বৈদ্যুতিন যন্ত্র পরীক্ষাকক্ষে নেওয়া যাবে না। নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর নির্ধারিত স্থানে স্পষ্টভাবে লেখার নির্দেশ দিয়েছে পর্ষদ। এই ক্ষেত্রে সামান্য ভুল হলেও সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন পরিষেবা চালু করেছে পর্ষদ। সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুমের নম্বরগুলি হল ০৩৩ ২৩২১ ৩৮১৩, ০৩৩ ২৩৫৯ ২২৭৭ এবং ০৩৩ ২৩৩৭ ২২৮২। এছাড়াও কলকাতা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক আঞ্চলিক যোগাযোগ নম্বর রাখা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে সভাপতি, সচিব ও অতিরিক্ত সচিবের সঙ্গেও নির্দিষ্ট নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

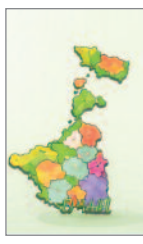

বাংলার প্রাপ্তি

দুর্গাপুরে শিল্প করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাব। ডানকুনিতে তৈরি হবে পণ্য পরিবহণের বিশেষ করিডর। একই করিডর তৈরি হবে সুরাতেও। সাতটি হাইস্পিড রেল করিডর তৈরি করা হবে, যার একটি হবে শিলিগুড়িতে।

নির্মলার নজরানা

● নতুন আয়কর আইনে ৩১ জুলাই পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন দাখিল করা যাবে। ● কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চাকরির উপর কতটা প্রভাব ফেলছে, তার মূল্যায়ন করতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। ● তিনটি 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ' তৈরি হবে দেশে। ১৬ হাজার নতুন সেকেন্ডারি স্কুল তৈরি হবে। প্রতি জেলায় তৈরি হবে একটি করে মহিলাদের হস্টেল। ● পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ তৈরি হবে। এর মধ্যে থাকবে গবেষণাকেন্দ্রও। ● চলতি বছরে বাংলা-সহ পাঁচ রাজ্যে ভোট। এই আবহে নির্বাচন কমিশনের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার।

ভারসাম্যের করিডরে বাংলা

হিসেবের অঙ্কে 'কর্তব্যে'র ভিত

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: নতুন অর্থবর্ষের শুরুতেই রবিবার সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এটি তাঁর নবম বাজেট। সময়ের বিচারে যেমন ব্যতিক্রমী, তেমনই বক্তব্যের সুরে স্পষ্ট ছিল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, বৃদ্ধি, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিকে সামনে রেখে এগোনো। বাজেট বক্তৃতায় আবেগের বদলে হিসেবি বার্তাই প্রাধান্য পেয়েছে।

এদিনের বাজেটে একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পাশাপাশি বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। বহু মানুষ এই বাজেট থেকে উপকৃত হবেন, কিছু মানুষ হবে না। তবে দেশের সবচেয়ে ছোট বাজেট বক্তৃতার রেকর্ড করে ফেলেছেন অর্থমন্ত্রী। মাত্র দেড় ঘণ্টায় বাজেট বক্তৃতা শেষ করেছেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী জানালেন, দেশের আর্থিক রূপরেখা গঠনে তিনটি 'কর্তব্য'কে সামনে রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'অর্থনৈতিক গতি বাড়ানো, মানুষের সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং সুযোগের সমান বণ্টন, এই তিন স্তম্ভেই আগামী দিনের উন্নয়ন দাঁড়িয়ে।' এই লক্ষ্য পূরণে সংস্কার, শক্তিশালী আর্থিক পরিকাঠামো এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে একসূত্রে বাঁধার কথা উঠে আসে।

বাজেটের বড় ঘোষণাগুলির মধ্যে রয়েছে মূলধনী ব্যয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। রাস্তাঘাট, রেল, নগর পরিকাঠামো ও প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে সরকার স্পষ্ট বার্তা দিল, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগই ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির চাবিকাঠি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ও প্রস্তুতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে পরিষেবা ক্ষেত্রকে নতুন করে গুরুত্ব দিতে 'শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ' সংক্রান্ত একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য, দক্ষতা ও কাজের মধ্যে ফাঁক কমানো। অর্থমন্ত্রীর দাবি, 'প্রযুক্তি শুধু প্রশাসন নয়, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকেও সহজ করবে।'

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সংসদে বাজেট পেশ করে দেশের উৎপাদনভিত্তি জোরদার করা, ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পকে শক্তিশালী করা, বৈদ্যুতিক গাড়ি শিল্পের গতি বাড়ানো এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানার একটি সুস্পষ্ট পথদিশা তুলে ধরেছেন। এই আর্থিক নকশায় রেকর্ড মূলধনী ব্যয় এবং লক্ষ্যভিত্তিক নীতিগত সংস্কার মিলিয়ে শিল্প সংস্কারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বার্তাও দেওয়া হয়েছে এদিনের বাজেটে।

বাজেট ২০২৬ -এ উৎপাদনকে বৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সরকার সাতটি কৌশলগত ক্ষেত্র, ইলেকট্রনিক্স , সেমিকন্ডাক্টর, ফার্মাসিউটিক্যালস , কেমিক্যালস, ক্যাপিটাল গুডস, বস্ত্র এবং ক্রীড়া সরঞ্জামে সহায়তা ঘোষণা করেছে।

ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০-এর জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪০,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। যার লক্ষ্য সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন, ফ্যাব্রিকেশন এবং সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলা, যাতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা কমে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-এর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার এসএমই গ্রোথ ফান্ড চালু করা

দাম কমল

■ ক্যানসারের ১৭টি ওষুধ ■ ৭টি অতিরিক্ত বিরল রোগের ওষুধ ■ ডায়াবেটিসের ওষুধ ■ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমদানি করা ওষুধ ■ চামড়ার জিনিস ■ স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, মোবাইলের যন্ত্রাংশ ■ বিড়ি ■ সিন্থেটিক ফুটওয়্যার ■ মাইক্রোওয়েভ ■ বৈদ্যুতিন গাড়ির ব্যাটারি ■ সোলার প্যানেল

দাম বাড়ল

■ বিদেশি মদ ■ নির্দিষ্ট কিছু খনিজ পদার্থ ■ ছাতা ও তার যন্ত্রাংশ ■ গুটখা ■ পান মশলা ■ সিগারেট ■ ফিউচার ও ডেরিভেটিভ ট্রেন্ডিং ■ বিলাসবহুল ঘড়ি ■ কফি রোস্টিং, ব্রিউয়িং ও ভেন্ডিং মেশিন ■ আমদানি করা টিভি সরঞ্জাম, ক্যামেরা ও চিত্রগ্রহণের অন্যান্য সরঞ্জাম

কাঠামো অপরিবর্তিত, শান্তি উঠল আয়করে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: গত বছরের বাজেটেই মোদী সরকার নতুন কর কাঠামোয় ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও আয়কর লাগবে না বলে ঘোষণা করেছিল। এই বছর সেই আয়কর কাঠামোই অপরিবর্তিত রাখা হল। তার বদলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নতুন আয়কর আইন ১ এপ্রিল থেকে চালু হওয়ার ঘোষণা করলেন। বাজেটে মধ্যবিত্তের মুখে হাসি ফুটেও যেন ফুটল না। বাজেটের দিকে নজর ছিল সকলের। আশা ছিল, এবারও হয়তো বাজেটে আরও কিছু কর ছাড় ঘোষণা করতে পারেন অর্থমন্ত্রী। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে আয়কর কাঠামোয় কোনও পরিবর্তনের ঘোষণা করলেন না অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। গত বছরের বাজেটেই মোদী সরকার নতুন কর কাঠামোয় ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও আয়কর লাগবে না বলে ঘোষণা করেছিল। এই বছর সেই আয়কর কাঠামোই অপরিবর্তিত রাখা হল। তার বদলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নতুন আয়কর আইন ১ এপ্রিল থেকে চালু হওয়ার ঘোষণা করলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, '২০২৪ সালে নতুন কর কাঠামো চালু হয়েছে। তাতে সাধারণ মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন'। তবে এবারের বাজেট ঘোষণায় আয়কর জমার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বরের বদলে ৩১ মার্চ পর্যন্ত আয়কর জমা করা যাবে। তবে এর জন্য ন্যূনতম ফি বা চার্জ দিতে হবে।

আয়কর কাঠামো

০ থেকে ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে- কোনও আয়কর লাগবে না।

৪ লক্ষ টাকা থেকে ৮ লক্ষ টাকা আয়ে- ৫ শতাংশ আয়কর।

৮ লক্ষ টাকা থেকে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে- ১০ শতাংশ।

১২ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে- ১৫ শতাংশ ।

১৬ থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে- ২০ শতাংশ আয়কর।

২০ থেকে ২৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে- ২৫ শতাংশ আয়কর।

২৪ লক্ষ টাকার উপরে আয়ে- ৩০ শতাংশ আয়কর।

পাশাপাশি, এবার আয়কর জমা দিতে সমস্যায় পড়লেও, কোনও শাস্তির মুখে পড়তে হবে না। এ দিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ঘোষণা করেন যে, আয়করদাতার আয়ে ছোটখাটো অসঙ্গতি বা কর গোপন করলেও, তাদের আর জেল খাটতে হবে না। ন্যূনতম অপরাধ বা আয়কর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জরিমানা দিলেই ছাড় পাওয়া যাবে। কোনও শাস্তির মুখে পড়তে হবে না।

'স্বপ্নের বাজেট', প্রশংসা মোদীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: ২০২৬-'২৭ সালের বাজেটকে ঐতিহাসিক বাজেট আখ্যা দিলেন নরেন্দ্র মোদি। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের ভূয়ষী প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নির্মলাজির এই বাজেট ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি বানাবে।'

রবিবার লোকসভায় দেড় ঘণ্টায় বাজেট বক্তৃতা শেষ করেছেন নির্মলা। তার পরেই সাধারণ জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। এই বাজেটকে দেশের যুব সমাজের 'স্বপ্নের বাজেট' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, মহিলাদের উন্নয়নের স্বার্থে, কৃষি ও শিক্ষার স্বার্থে এই বাজেটে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারত যে বাণিজ্যচুক্তি করছে, দেশের যুবসমাজ যাতে তার সুবিধা পেতে পারে, সে কথা মাথায় রেখেই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'এই বাজেট মানুষের চাহিদার বাজেট। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যেই এই বাজেট। এতে ভারতের অর্থব্যবস্থার আরও উন্নতি হবে। সংস্কার নতুন গতি পাবে। এই বাজেটে মূল্যবৃদ্ধি কমানোর দিশা রয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পেও নতুন দিশা দেবে। বিকশিত ভারত মজবুত হবে। আধুনিক বাস্তুতন্ত্র তৈরি হবে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে। এই বাজেট পর্যটনে উৎসাহ দিয়েছে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতে পর্যটন বাড়বে এই বাজেটে।'

নির্মলা বাজেট পেশ করার পরেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন মোদী। লিখেছেন, '১৪০ কোটি ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এই বাজেট। দেশের সংস্কারযাত্রা এতে আরও শক্তিশালী হল। বিকশিত ভারতের রোডম্যাপ আরও স্পষ্ট হল।' এর পর জনগণের উদ্দেশে ভাষণে মোদী বাজেটের উন্নয়নমূলক দিকগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, 'সেমিকন্ডাক্টর, বায়ো ফার্মার মতো নতুন নতুন শিল্পকে এই বাজেট যে ভাবে সমর্থন করেছে, তা অভূতপূর্ব। ভারতের বাণিজ্যচুক্তির সুবিধা যাতে দেশের যুবসমাজ পায়, তা নিশ্চিত করেছে বাজেট। নির্মলাজিকে ধন্যবাদ।'

প্রধানমন্ত্রীর মতে, ভারতকে বিশ্বের ডেটা সেন্টার হাব হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বাজেটে কর ছাড়ের ঘোষণা করা হয়েছে। সঙ্গে পর্যটন শিল্পের কথাও চিন্তা করা হয়েছে এই বাজেটে। বিশেষত বাজেটে উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটনের উন্নয়নের জন্য আলাদা করে নির্মলার প্রশংসা করেছেন মোদী। মহিলাদের উন্নয়নেও জোর দেওয়া হয়েছে। মোদীর কথায়, 'আমাদের দেশের ১০ কোটির বেশি মহিলা এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের জন্য একটা আধুনিক ইকোসিস্টেম কী ভাবে বানানো যায়, বাজেটে তার ভাবনা রয়েছে। আমরা চাই, দেশের প্রতি ঘরে লক্ষ্মী আসুন।'

ম্যাচ বয়কট!

■ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন করে বিতর্কে জড়াল পাকিস্তান ক্রিকেট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে বলে আনুষ্ঠানিকভাবে শিলমোহর দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। কিন্তু একই সঙ্গে পাক সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে না পাকিস্তান। ফলে পুরো টুর্নামেন্টে অংশ নিলেও নির্দিষ্ট একটি ম্যাচ বয়কট করার 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতি নিয়েছে তারা।

হাম্পটি-ডাম্পটি বাজেট: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় বাজেটকে দিশাহীন বলে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দমদম বিমানবন্দরে দিল্লি রওনা দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এই বাজেট দিশাহীন, মহিলা বিরোধী, কৃষক বিরোধী এবং মিথ্যার আবর্জনায় ভরা। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।

নির্মলার বাজেটকে 'হাম্পটি ডাম্পটি' বাজেট বলে তোপ দাগলেন তিনি। শুধু তাই নয়, বড় বড় কথা বলেও, বাংলার জন্য কিছুই ঘোষণা করা হয়নি বলেও তোপ প্রশাসনিক প্রধানের। তাঁর কথায়, বাংলা থেকে ভোট পাবে না জেনেই এহেন বঞ্চনা করা হয়েছে। বাংলায় চলা এসআইআর আবহে সোমবার নির্বাচন কমিশনে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা আছে তাঁর। সেই লক্ষ্যেই আজ রবিবার দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখানেই কেন্দ্রের বাজেটকে 'গারবেজ অফ লাই' বলেও তোপ দাগেন। পাশাপাশি দিশাহীন এবং ভিসনলেস বাজেট বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য এই বাজেটে কার্যত কিছুই নেই। সামাজিক সুরক্ষার কোনও উল্লেখ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, বাংলায় ভোট পাবে না বলেই বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, জিএসটি কাঠামোর মাধ্যমে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থ কেন্দ্র তুলে নিচ্ছে, অথচ রাজ্যকে তার ন্যায্য অংশ দিচ্ছে না। বাজেটে যে বরাদ্দের কথা বলা হচ্ছে, তা আদতে রাজ্যেরই অর্থ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেট ভাষণে ডানকুনি ও সুরাতের মধ্যে একটি নতুন পণ্য করিডর তৈরির ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, ২০০৯ সালে তিনি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই পণ্য করিডরের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর কথায়, সেই সময় ছ'টি পণ্য করিডর গঠনের রূপরেখা তৈরি হয়েছিল, পরে যা থমকে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, তখন ডানকুনি-রঘুনাথপুর, রঘুনাথপুর-তাজপুর, ডানকুনি-ঝাড়গ্রাম, ডানকুনি-কোচবিহার, পুরুলিয়া-গুরুডি থেকে জোকা এবং খড়গপুর, মোড়গ্রাম করিডর গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

'জনগণের জীবন উন্নয়নের হাতিয়ার'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের নতুন বাজেট ঘোষণার পর রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী এই বাজেটকে জনমুখী ও সমন্বিত পরিকল্পনা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এই বাজেট আমাদের অর্থনীতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ী পর্যন্ত সকলের উপকারে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পশ্চিমবঙ্গও এই বরাদ্দ থেকে কিছু বিশেষ সুবিধা পাবে।'

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাজেটকে ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার কড়া পাল্টা দিয়েছেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। বিরোধীদের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'বাজেট নয়, তৃণমূল সবকিছুই ভোটের চশমা দিয়ে দেখে।'

শুভেন্দুর মন্তব্য, 'মোদী সরকারের নেতৃত্বে নেওয়া এই পদক্ষেপ দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে নতুন দিগন্ত খুলবে। বরাদ্দের ধরন ও নীতি জনগণের দৈনন্দিন জীবনে সহায়ক হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত এতে লাভবান হবে।' তিনি রাজ্যের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ

বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানে কিছু বিশেষ সুবিধা এসেছে, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজে লাগবে। এটি রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নতুন দিশা দেবে।' শুভেন্দু অধিকারীর মতে, বাজেট কেবল অর্থনৈতিক নথি নয়, এটি জনগণের জীবনমান উন্নয়নের হাতিয়ার। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, বরাদ্দ যথাযথভাবে প্রয়োগ হলে সাধারণ মানুষ তা অনুভব করবে।

শমীক প্রশ্ন, 'বাংলায় কি কোনও কেন্দ্রীয় নিষেধাজ্ঞা আছে? উন্নয়নের পথে এগোতে কে বাধা দিচ্ছে?' তাঁর দাবি, রাজ্যে একটি রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে উন্নয়নের বদলে চিরকাল নির্বাচনী অঙ্কই মুখ্য। তিনি বলেন, 'আজ বাংলার প্রতিটি বিষয়ই নির্বাচনের দিক থেকেই ভাবা হয়, এটাই সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক।'

কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিমে মামলা ঠুকে আজ জ্ঞানেশ-সাক্ষাতে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ তৃণমূলের প্রতিনিধিদল কখন নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে যাবে, তা জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দিল্লি যাওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কমিশনের তরফে সোমবার বিকেল ৪টেয় তাঁদের সময় দেওয়া হয়েছে। দিল্লি সফরে তাঁর কী কী কর্মসূচি রয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে, ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-র বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর এই মামলার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। দেশের

সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। সোমবার দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মমতা। সেই সাক্ষাতের আগেই পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বের পরিবেশ তৈরি হল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন মমতা জানান, দিল্লি গিয়ে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাড়াও দলের সাংসদদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। এর পাশাপাশি রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর নামে কী ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধ্বংস করা হচ্ছে, তা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরার কথাও জানিয়েছেন তিনি। এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদ জোরদার করতে দিল্লিতে তিনি অন্য বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন কি না, তা অবশ্য রবিবার খোলসা করতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় বাজেট 'ভাঁওতা', তথ্যের জাগলারি ছাড়া কিছু নয়: অমিত মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় বাজেটকে সম্পূর্ণ ভাঁওতা বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের প্রধান মুখ্য উপদেষ্টা ড. অমিত মিত্র। নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, বাজেটে তথ্যের জাগলারি ছাড়া আর কিছু নেই। শিক্ষা, কৃষি, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ; এই সব গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দের হার বছরের পর বছর কমছে বলেই তাঁর অভিযোগ।

ড. মিত্রের বক্তব্য, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটের মোট ব্যয়ের ৩.৮ শতাংশ ছিল শিক্ষা খাতে। বর্তমান বাজেটে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ২.৬০ শতাংশে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যেখানে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াচ্ছে, সেখানে কেন্দ্র উল্টো পথে হাঁটছে, বলেন তিনি। একই ভাবে সার ভর্তুকির ক্ষেত্রেও বরাদ্দ কমার কথা তুলে ধরেন ড. মিত্র।

তাঁর দাবি, ২০১৫-১৬ সালে মোট ব্যয়ের ৪.০৪ শতাংশ ছিল সার ভর্তুকি, যা এ বার বাজেট অনুমানে ৩.১৯ শতাংশে নেমেছে। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণের ক্ষেত্রেও বরাদ্দ কমেছে বলে দাবি করেন তিনি। ২০১৫-১৬ সালে তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট ব্যয়ের ০.২১ শতাংশ, যা এখন ০.১৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী তা আরও কম বলেও তাঁর বক্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের সুরেই ড. মিত্র বলেন, এই বাজেট কৃষক বিরোধী, যুব বিরোধী এবং অনগ্রসরদের বিরুদ্ধে। মধ্যবিত্তের জন্যও কিছু নেই। তাহলে এই বাজেট কার জন্য?

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বরাদ্দ ও বাস্তব ব্যয়ের ফারাকের উদাহরণও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর)-এ বাজেটে বরাদ্দ দেখানো হয়েছিল ৩০,১৭০ কোটি টাকা। পরে সংশোধিত হিসাবে তা কমে দাঁড়ায় ১৩,৬৭০ কোটি টাকায়। কিন্তু বাস্তবে খরচ হয়েছে মাত্র ৫,৮১৫ কোটি টাকা। প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার ঘোষণা থেকে বাস্তব খরচ এক-ষষ্ঠাংশে নেমে আসা বিশ্বাসযোগ্য নয়, মন্তব্য করেন ড. মিত্র।

স্বচ্ছ ভারত মিশন-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে বলেও দাবি তাঁর। ডানকুনি,সুরাট শিল্প করিডর নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

তাঁর দাবি, ২০০৯ সাল থেকেই ডানকুনি, দিল্লি ফ্রেট করিডরের কথা বলা হলেও তা বিহার পর্যন্ত এসে থমকে রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এই বিষয়ে কেন্দ্র নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করুক, বলেন ড. মিত্র।

মাঘী পূর্ণিমায় পুণ্যস্নানে গঙ্গাসাগরে জনসমুদ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিকে ঘিরে রবিবার ভোর থেকেই গঙ্গাসাগরে উপচে পড়ল মানুষের ঢল। সাগরসঙ্গমে পবিত্র স্নান ও কপিলমুনির আশ্রমে পুজো দিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী হাজির হন। প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, দুপুরের মধ্যেই পুণ্যার্থীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে কুড়ি লক্ষ। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই সাগরতটে শুরু হয় পুণ্যস্নান। ভক্তদের বিশ্বাস, এই তিথিতে স্নান করলে পাপক্ষয় হয় এবং অশেষ পুণ্য লাভ হয়। স্নান শেষে বহু মানুষ তর্পণ, দান ও বিশেষ পুজোয় অংশ নেন। কোথাও শঙ্খধ্বনি, কোথাও কীর্তনের সুর; ধর্মীয় আবহে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

ভিড় সামাল দিতে প্রশাসন রেখেছে কড়া নজরদারি। স্থল ও জলপথে মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা। গুরুত্বপূর্ণ ঘাট ও মেলা চত্বরে বসানো হয়েছে শতাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা। যাত্রী পারাপারের জন্য বাড়ানো হয়েছে বার্জ ও ভেসেল পরিষেবা, পাশাপাশি চালু রয়েছে অতিরিক্ত বাস।

এক প্রশাসনিক আধিকারিকের কথায়, ভিড়ের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোয় কোনও ফাঁক রাখা হয়নি। পানীয় জল, স্যানিটেশন ও আলোর ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। ধর্মীয় আস্থা আর প্রশাসনিক তৎপরতার যুগলবন্দিতে মাঘী পূর্ণিমায় ফের একবার আধ্যাত্মিক রূপে ধরা দিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২রা ফেব্রুয়ারি। ১৯শে মাঘ। সোমবার। প্রতিপদ তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র বিংশোত্তরী বুধে র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

নাম -পদবী

গত ২০/০১/২০২৬ তারিখে S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৫৫ নং এফিডেভিড বলে আমি Sekh Sahabuddin S/o. Sekh Sirajuddin ও S K Sahabuddin S/o. SH SK Sirajuddin একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮০৫ নং এফিডেভিড বলে আমি MUMTAJ BEGAM W/O-SAFIK MALLICK, সাকিম PARBATIPUR, DWARHATTA, HARIPAL, HOOGHLY-712403, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে ১৮৪ হরিপাল বিধানসভা, অংশ নাম্বার ১৬৪, ক্রমিক নাম্বার ১০৪ তে আমার নাম MAMTAJ BEGAM MALLICK W/O-SAFI MALLICK লেখা আছে। আমার সঠিক নাম হল MUMTAJ BEGAM W/O-SAFIK MALLICK, আমি MUMTAJ BEGAM W/O-SAFIK MALLICK ও MAMTAJ BEGAM MALLICK W/O-SAFI MALLICK একই ব্যক্তি

নাম -পদবী

গত ২২/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর হুগলী কোর্টে ১৩৭৪ নং এফিডেভিড বলে আমি AJIM SARKAR S/O-YOUSUF SARKAR, সাকিম-PARBATIPUR, DWARHATTA, HARIPAL, HOOGHLY-712403, ঘোষণা করিয়াছি যে,আমার পূর্বের ভোটার কার্ডে (EPIC NO -WB/27/184/486203 ও ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে ১৮৪ হরিপাল বিধানসভা অংশ নাম্বার ১৬৪, ক্রমিক নাম্বার ৫২০ তে আমার নাম AJIM MISTRI S/O-YOUSUF MISTRI করা আছে। আমার সঠিক নাম হল AJIM SARKAR S/O-YOUSUF SARKAR, আমি AJIM SARKAR S/O-YOUSUF SARKAR ও AJIM MISTRI S/O-YOUSUF MISTRI একই ব্যক্তি

নাম -পদবী

গত ২৭/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৮০৯ নং এফিডেভিড বলে আমি JIYARUL MIR S/O-SAHID MIR সাকিম PARBATIPUR, PURBA PARA, DWARHATTA, HARIPAL, HOOGHLY-712403, ঘোষণা করিয়াছি যে,আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড (HPM2363588) সহ সমস্ত রেকর্ডে JIYARUL MIR S/O-SAHID MIR হয়ে আছে। কিন্তু SIR ফ্রমে ভুলবশত SIRAJUL MIR ভোটার সিরিয়াল NO-892 রেকর্ড হয়ে এসেছে। তাই JIYARUL MIR S/O-SAHID MIR ও SIRAJUL MIR S/O-SAHID MIR একই ব্যক্তি

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এমএসএমইতে সাশ্রয়ী শক্তি ও প্রযুক্তি হালনাগাদে নতুন সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎপাদন খরচ কমানো এবং পরিবেশ সংরক্ষণে যথেষ্ট সুযোগ আছে, এমনই তথ্য জানা গেল সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায়। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এবং আসার সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যাডভাইসার্স যৌথভাবে পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা গেছে, রুফটপ সোলার প্যানেল, আধুনিক ইলেকট্রিক ফার্নেস এবং মোটরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করলেই বিদ্যুৎ খরচ ও কার্বন নিঃসরণ উভয়ই কমানো সম্ভব।

সমীক্ষায় হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৫টি ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটের ওপর নজর রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে রুপোর অলঙ্কার শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্যালভানাইজিং এবং তার তৈরির ইউনিটগুলি ছিল। গবেষকরা জানিয়েছেন, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এখনো পুরনো প্রযুক্তি এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে খরচ বাড়ছে এবং দূষণ তীব্র হচ্ছে।

সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামোগত আধুনিকীকরণ করলেই শিল্প ইউনিটগুলির লাভের হার বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থান সুরক্ষিত হবে, জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সমীক্ষা অনুযায়ী, পুরনো ডিজাইনের ফার্নেস এবং অতিরিক্ত লোডের মোটর প্রতিস্থাপন করলেই শক্তি অপচয় কমানো সম্ভব। ফলে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে নতুন গতি আসবে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

গুরু রবিদাসজির ৬৪৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে নগর পরিক্রমা লেনিন সরণিতে। ছবি: অদিতি সাহা

কলকাতা মেট্রো সম্প্রসারণে কেন্দ্রের বিশেষ প্যাকেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬-২৭ সালের বাজেটে কলকাতা মেট্রোর উন্নয়নে বড় ধরনের আর্থিক সহায়তার ঘোষণা এসেছে। অরেঞ্জ লাইনের জন্য বরাদ্দ ৭০৫.৫০ কোটি, পার্পল লাইনের জন্য ৯০৬.৬০ কোটি এবং গ্রিন লাইনের জন্য ৫২৯ কোটি টাকা।

এই বাজেট শহরের মেট্রো পরিষেবা দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে যাত্রীদের যাত্রা আরও সুবিধাজনক ও নিরাপদ হবে। প্রকল্পগুলির সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন শহরের যাতায়াত ব্যবস্থায় চাপ হ্রাস করবে। সরকারি পরিকল্পনায় স্টেশন উন্নয়ন, ট্রেন ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি এবং যাত্রীসুবিধার প্রসারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, **কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ে বাজেটের এই বরাদ্দ কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করবে, যা নগরের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও পরিবহণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। নগরবাসীর প্রত্যাশা এই বরাদ্দ দ্রুত ফলপ্রসূ হবে।**

তিন ঠাকুর দর্শনে খড়দার শ্যামসুন্দর মন্দিরে বিপুল ভক্ত সমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দা বহু প্রাচীন বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য ও নিত্যানন্দের পদধূলি ধন্য এই খড়দা। খড়দার ঘরের দেবতা 'শ্যামসুন্দর'। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে রবিবার শ্যামসুন্দর মন্দিরে ভক্ত সমাগম ঘটে। কথিত আছে, মাঘী পূর্ণিমায় এই তিন বিগ্রহের দর্শন অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ। হুগলির শ্রীরামপুরের রাধা বল্লভ জিউ, খড়দার শ্যামসুন্দর এবং ব্যারাকপুর মাতারাঙ্গির সাইবোনার নন্দদুলাল। এই তিন বিগ্রহ দর্শন করলে নাকি ভক্তদের পুণ্য লাভ হয়। তাই অগণিত ভক্তরা মাঘী পূর্ণিমার দিনে এই তিন ঠাকুর দর্শন করেন। প্রচলিত কাহিনি ও পরম্পরা মেনে এদিন ভোর থেকেই ভক্তরা প্রথমে শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভজী বিগ্রহ দর্শনে ব্রতী হন। এরপর তাঁরা গঙ্গা পেরিয়ে সোজা চলে আসেন খড়দার শ্যামসুন্দর জিউ বিগ্রহের দর্শনে। সেখান থেকে তাঁরা রওনা দেন ব্যারাকপুর মাতারাঙ্গির সাইবোনার নন্দদুলাল জিউ বিগ্রহ দর্শনে। তিন ঠাকুর দর্শন উপলক্ষে এদিন খড়দার শ্যামসুন্দর জিউ মন্দিরে বিপুল ভক্তদের সমাগম হয়েছিল। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ফেরিঘাট ও মন্দির চত্বরে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছিল।

রেলওয়েতে ক্যাডার ও বিভাগ একীভূতকরণের বিরুদ্ধে আবেদন

কলকাতা: ইআরএমসি-র সভাপতি এবং এনএফআইআর-এর জাতীয় সহ-সভাপতি ডঃ বিনোদ শর্মা পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার, কলকাতাস্ক একটি আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন এবং তাঁর কার্যালয় থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করার অনুরোধ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগে বিভিন্ন ক্যাডার ও বিভাগ একীভূতকরণের প্রস্তাবগুলো সমস্ত বিভাগে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কখনও খণ্ড খণ্ড ভাবে এবং কখনও যৌথ বিভাগীয় আদেশের মাধ্যমে। এর ফলে এই ক্যাডারগুলোর কর্মচারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও উদ্বেগের সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাঁরা স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠন ইআরএমসি-র কাছে আবেদন জমা দিচ্ছেন। এমনকী আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পদাধিকারী এবং শাখা সম্পাদকরাও এই বিষয়ে স্পষ্ট নন। তাই, ইআরএমসি প্রস্তাব করছে যে প্রশাসন এই বিষয়ে ইআরএমসি-র সঙ্গে একটি নীতি ভাগ করে নিক, যা রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একীভূতকরণের মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং কর্মচারীদের বৈধ অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। কোনোভাবেই যেন তাদের জ্যেষ্ঠতা বা পদোন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা না হয়। ডঃ শর্মা এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে তাঁর কার্যালয় থেকে একটি নির্দেশিকা জারির অনুরোধ করেছেন। তিনি এই আবেদনপত্রের অনুলিপি হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল এবং মালদার বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারদের কাছেও তাদের তথ্য ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য পাঠিয়েছেন।

নতুন পথ চলা শুরু করল জেনিথ ওমেন যোগা এম্পাওয়ারমেন্ট ফোরাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার রাম গোপাল মঞ্চে সারা রাজ্যের যোগ প্রেমী মহিলাদের নিয়ে যোগের প্রসারে নারী শক্তিকে নিয়ে নতুন ভাবে পথ চলা শুরু করল জেনিথ ওমেন যোগা এম্পাওয়ারমেন্ট ফোরাম। এদিনের এই কর্মসূচির শুভ সূচনা হয় জাতীয় সংগীত এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। এই বিষয়ে এই সংগঠনের সভাপতি সুষমা নন্দী জানান, সুন্দরভাবে শরীরের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্বকেও তৈরি করবে। আগামীদিনে এই নতুন ফোরাম মহিলাদের নিয়ে তৈরি তা অনেক সুদূরপ্রসারী হবে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, অ্যাডভাইসারি কমিটির আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজের অধ্যাপিকা ড. সুস্মিতা রায়, যোগ বিশারদ কুসুম ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট যোগ ব্যক্তিত্ব ড.প্রসূন গুপ্ত , ড. লোকনাথ নাথ (দাদা সাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত), অমল কারার, বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পিকা, মিতা ঘোষ (দাদা সাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত) প্রমুখ।

নজর বাজেটে...।

কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে সরব অধীর চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় বাজেটে কর্মসংস্থান এবং আমজনতার রোজগার বাড়ানোর কোনও দিশা নেই বলে সরব হলেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গে সামনে বিধানসভা ভোট বলে কিছু ট্রেন এবং গোটাদুয়েক করিডরের ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বাজেটে কিছু নেই। অধীরের বক্তব্য, বেকারদের হাতে কাজ নেই। গোটা দেশে কর্মসংস্থানই মূল অভিমুখ হওয়া উচিত। বলা হচ্ছে, ১১ লক্ষ কোটি টাকা মূলধনী খাতে ব্যয়। রপ্তানির বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষায় জোর কই? কংগ্রেসের এই নেতার সংযোজন, আমআদমির পকেটে পয়সা চাই। তার খরচ করার ক্ষমতা বাড়ানো চাই। কিন্তু এই বাজেটে সেই রকম কোনও দিশাই নেই। তাঁর আরও প্রশ্ন, কংগ্রেসের আমলে দেশে আর্থিক বৃদ্ধির হার কত ছিল আর এখন কোথায় গিয়েছে! ডবল ইঞ্জিন সরকার কোথায় এগিয়েছে?

অলিপাব বিতর্কে অভিযুক্ত বেয়ারার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করলেন সায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পার্কস্ট্রিট অলিপাবে গো মাংস বিতর্কে বেয়ারার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করলেন সায়ক চক্রবর্তী। ঘটনার পর একদিন রেস্তোরাঁ বন্ধও রাখা হয়। এদিকে রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবৃতি জারি করে 'অনিচ্ছাকৃত ভুলের' জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয় অলি পাব। কোনও ক্রেতার ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের উদ্দেশ্য যে তাদের ছিল না, সেকথাও উল্লেখ রয়েছে তাদের পোস্টে। এরপরই অভিনেতা বলেন, আমি জনগণের উপর নির্ভরশীল, তাই জনগণ যা বলবেন সেটাই মেনে নেব।

বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় গোমাংস বিতর্ক নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল। বেয়ারার ধর্ম পরিচয় উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি দাগায় সমালোচিত হতে হয়েছে সায়ককেও। তবে এবার অলি পাব এবং তাদের কর্মীর বিরুদ্ধে পার্ক স্ট্রিট থানায় দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহার করে নিলেন অভিনেতা। যে অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার সকালে গ্রেপ্তার হন রেস্তরাঁ কর্মী শেখ নাসির উদ্দিন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ২৯৯ ধারায় (কোনও শ্রেণির ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অপমান করে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে ইচ্ছাকৃত আঘাত করা) মামলা রুজু করা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। খবর, আদালতে তোলা হলে জামিন পাননি ধৃত বেয়ারা। এরমাঝেই শনিবার রাতে সায়কের বিরুদ্ধে পার্ক স্ট্রিট থানায় 'দাঙ্গায় উসকানি দেওয়া'র অভিযোগ তুলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাট্যব্যক্তিত্ব জয়রাজ ভট্টাচার্য। বিতর্ক এড়াতে এবার অলি পাবের ক্ষমা চাওয়ার পর নিজেই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন অভিনেতা।

গুরু রবিদাসজির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গুরু রবিদাসজির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গুরু রবিদাসজির জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং আন্তরিক প্রণাম। একজন মহান সন্ত এবং সমাজ সংস্কারক, সাম্য ও মানবতাবাদের উপর তাঁর শিক্ষা একটি ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, তাঁর বিশাল আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের সম্মানে এই শুভ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে একটি বিভাগীয় ছুটি পালিত হয়। এই পবিত্র দিনে, শোভাযাত্রা আমাদের রাস্তাগুলিকে ভক্তি ও আনন্দে ভরিয়ে তোলে, আসুন আমরা তাঁর নিঃস্বার্থ সেবার পথ অনুসরণ করার এবং বৈষম্যমুক্ত বিশ্বের দিকে কাজ করার অঙ্গীকার করি।

ভিনটেজ কার র‍্যালিতে দ্য লেক ক্লাবে উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লর্ড মাউন্টব্যাটেন থেকে রাজেন্দ্র প্রসাদ; ইতিহাসের কিংবদন্তিদের স্মৃতি বিজড়িত সব গাড়ি রাজকীয় ভঙ্গিতে ফিরে এল কলকাতার রাস্তায়। লেক ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার ছুটির দিনে শহর কলকাতায় সম্পন্ন হল ভিনটেজ কার র‍্যালি ও প্রদর্শনী। এই ষষ্ঠ পর্বের প্রদর্শনীতে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে নজর কেড়েছে প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নীল রঙের গাড়ি, যা দেখতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ২০১৯ সাল থেকে শুরু হওয়া এই প্রদর্শনীর আয়োজনে লেক ক্লাবের পাশাপাশি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোটোরিং গ্রুপ । আয়োজক সাব-কমিটির সদস্য শুভজিৎ কুমার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এবারের প্রদর্শনীতে ৯টি বিভাগে মোট ৭০টি চার চাকার ভিনটেজ গাড়ি এবং ১০টি দু'চাকার গাড়ি অংশ নিয়েছে।

প্রদর্শনীর অন্যতম সেরা আকর্ষণ ১৯৩০ সালে তৈরি লর্ড মাউন্টব্যাটনের ব্যবহৃত গাড়িটি। গাড়িটি বর্তমানে রাঁচি থেকে কলকাতায় আনা হয়েছে। এই মহামূল্যবান ঐতিহাসিক যানটির বর্তমান মালিক কলকাতার বাসিন্দা পার্থ বণিক। এছাড়াও প্রদর্শনীতে ঠাঁই পেয়েছে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ব্যবহৃত গাড়িও। এদিনের র‍্যালিতে দেশি ও বিদেশি গাড়ির ভিড়ে দেখা মিলেছে ইন্ডিয়ান হেরিটেজ কারস ও ল্যান্ডরোভারের। অ্যাম্বাসাডর, ফিয়াট, ফোর্ড থেকে শুরু করে ভক্সওয়াগন; সব কটি গাড়িই ছিল সুসজ্জিত। এছাড়াও পুরনো দিনের আভিজাত্য নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল অস্টিন, ওপেল, চেভরোলেট এবং মার্সিডিজের মতো নামী ব্র্যান্ডের দুষ্প্রাপ্য সব মডেল। ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা এই গাড়িগুলি দেখতে শহরবাসীর উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৯ মাঘ ১৪৩২ সোমবার

জয় শ্রীরাম, শুধু স্লোগান নয়, এটি ভারতীয় সংস্কৃতি: শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রবিবার তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'জয় শ্রী রাম' শুধু হিন্দুদের স্লোগান নয়, এটি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক। এটি আমাদের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সীমারেখাকে অতিক্রম করে, সকল ভারতীয়কে একত্রিত করার বার্তা বহন করে। তিনি বলেন, রামের রাজ্য মানে এমন সমাজ যেখানে মানুষ পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল, নারী নিরাপত্তা, শিক্ষার সুযোগ সমান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী। এটি শুধুমাত্র হিন্দুদের স্বপ্ন নয়, অন্যান্য ধর্মের মানুষও চায়, যেন সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। শুভেন্দু অধিকারী আরও জানান, অতীতেও একজন সাধু এই মূল্যবোধের পক্ষের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের কয়েকজন দলের নেতার আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। সেই ঘটনার পরে তাঁকে নিরাপদে হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য সমাজে শান্তি ও সু-শাসনের সংস্কৃতি স্থাপন করা। জয় শ্রী রাম মানে শুধু স্লোগান নয়, এটি এক আদর্শ ও নৈতিক মানের প্রতীক। শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যে স্পষ্ট, রামের রাজ্য শুধুমাত্র ধর্মীয় আঙ্গিকে নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, শিক্ষার উন্নয়ন, নারীর নিরাপত্তা ও মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাঁর মতে, জয় শ্রী রাম স্লোগান সমাজে এই মূল্যবোধের চেতনা জাগিয়ে তোলে।

অন্যদিকে, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন কমিশনকে লেখা চিঠি ঘিরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রবিবার চাঁচাছোলা মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, চিঠিতে কমিশনের পক্ষ থেকে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু পরিস্থিতি তৃণমূল দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, চিঠিতে মাইক্রো-অবজার্ভারদের নিশানা করছেন। এই

মাইক্রো-অবজার্ভাররা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এসআইআর তালিকায় যাঁরা কারচুপি করছেন, সেখানে রেড ফ্ল্যাগ দেখিয়ে দিচ্ছে। তিনি আরও জানান, এই নন্দীগ্রামেই এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা গেছে, যাঁর পাঁচটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে রয়েছে। সেই ব্যক্তিকে শুনানিতে ডাকা হলে তিনি তাঁর সন্তানদের নাম বলতে পারছেন না। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য সবসময় স্বচ্ছতা ও নিয়মমাফিক প্রক্রিয়ার প্রতি নজর রাখা। কেউ যদি চিঠির কাগজপত্রকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তা মেনে নেওয়া হবে না। শুভেন্দু অধিকারী এর মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম ও কার্যক্রমে যেকোনো ধরনের অনিয়ম বা পক্ষপাতিত্ব রোধ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক প্রার্থী ও দলের জন্য নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন জরুরি। এমন পরিস্থিতি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভেন্দুর এই বক্তব্যে চিঠি এবং কমিশনের প্রতি বিজেপির অবস্থান পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হল।

বাজেটে অর্থনীতির গতি বাড়ানোর প্রত্যাশা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেট ঘিরে অর্থনৈতিক দিশা স্পষ্ট করার দাবি উঠল বিজেপির তরফে। বাজেট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য।

তিনি জানান, আমি সরকারের সদস্য নই, দলের প্রতিনিধি হিসেবে বলছি। সামাজিক সুরক্ষা যেমন জরুরি, তেমনই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করাও সমান প্রয়োজন। তাঁর মতে, কল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন বাজেট দরকার, যা দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন, শিল্প ও পরিকাঠামোয় গতি আনবে। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ভারতীয় অর্থনীতিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে হলে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতেই হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের ভেতর থেকেই পুঁজি বিনিয়োগ বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক লগ্নিকারীদের আস্থা অর্জন; এই দু'টি বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। বাজেটে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রসারণ এবং স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থার রূপরেখা থাকা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর কথায়, একটি সুস্থ অর্থনীতি গড়ে উঠলে তবেই সামাজিক প্রকল্পগুলিও দীর্ঘদিন টেকসই হবে। বাজেটকে ঘিরে এই প্রত্যাশা স্পষ্ট করে দিচ্ছে, বিজেপির নজর এখন আর্থিক বৃদ্ধি ও বিনিয়োগকেন্দ্রিক নীতির দিকেই।

কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষ তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেট অনুযায়ী, ভারতের ভূতাত্ত্বিক জরিপ (এএসআই)-কে ১০১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটির মাধ্যমে রাজ্যে ভূতাত্ত্বিক খনন, গবেষণা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কাজ আরও এগিয়ে যাবে। কলকাতা মেট্রো ৫২৯ কোটি টাকার তহবিল পেয়েছে, যা শহরের আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও নিরাপত্তা উন্নয়নে ব্যয় হবে। এছাড়া, ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার, কলকাতা-কে ৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ, যা দেশে অণু শক্তি গবেষণা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

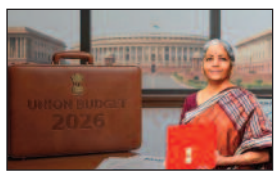

শহরের বিজ্ঞান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও উপেক্ষিত হয়নি। ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট (আইএসআই)-কে ৩৩২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, যাতে আধুনিক গবেষণা ও শিক্ষণীয় পরিসংখ্যান প্রকল্প চালানো যায়। কলকাতা বন্দর ১৫০ কোটি টাকার বরাদ্দ পেয়েছে, যা বন্দর অবকাঠামো ও লজিস্টিক উন্নয়নে কাজে লাগবে। সাংস্কৃতিক ও শিল্পক্ষেত্রেও বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি, কলকাতাকে ৯২ কোটি, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-কে ৯০ কোটি এবং বেঙ্গল কেমিক্যালস-কে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তহবিল রাজ্যের শিক্ষাগত, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক খাতের শক্তিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবে।

বইমেলার শেষ রবিবারে বইপ্রেমীদের ভিড়। *ছবি: অদিতি সাহা*

প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে একনজরে বিশিষ্টজনদের মতামত...

'এটি বিকশিত ভারতের বাজেট। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আজকের বাজেটটি বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে তিনটি বিশেষ বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত রেখেছেন। ইনফ্রাস্ট্রাকচার, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং যুবশক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে বাজেটে ১২.২ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রেল, সড়ক ও জল পরিবহণকে নতুন দিশা দেওয়ার কাজ করা হয়েছে। কৃষি, গ্রামীণ অর্থনীতি, উৎপাদন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়ুর্বেদ শিক্ষা ও চিকিৎসা, যোগ, ক্যানসার চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে ব্যবস্থার পাশাপাশি ৭৫,০০০টি নতুন এমবিবিএস আসনেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

—রাজেন্দ্র খান্ডেলওয়াল
ধন্বন্তরী গ্রুপের চেয়ারম্যান

২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বৃহৎ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি সহায়তা, প্রতিরক্ষা শক্তি, এমএসএমই সহায়তা একটি উন্নত ভারতের জন্য একটি সুস্পষ্ট পথ তৈরি করে, যেখানে অর্থায়ন শক্তিশালী হবে। এই উন্নয়ন অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করবে, যা কেন্দ্র-রাজ্য দলবদ্ধ কাজের উপর নির্ভর করে।

—ঋষভ সি. কোঠারি
প্রাক্তন সভাপতি, এমসিসিআই এবং এফএএফএআই সিইও, সিকেসি ফ্যাগ্রেন্সেস

বাজেটটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য একটি স্পষ্ট ভূমিকার ধারাবাহিকতার বার্তা দেয়। বাজেটে কর সরলীকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ-চালিত উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে যুব ক্ষমতায়ন, প্রবাসী ভারতীয়দের সহায়তা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটি আগামী বছরগুলিতে ভারতের প্রবৃদ্ধির প্রতি আস্থা প্রতিফলিত করে যা এটিকে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির একটি করে তুলবে।

—ইউসুফ আলি
এম.এ, লুলু গ্রুপের চেয়ারম্যান

নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ড তদন্তে দমকল-বিদ্যুৎ দপ্তরের রিপোর্ট চাইল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আনন্দপুর: আনন্দপুরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ উদঘাটনে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ তৎপর। পুলিশ সূত্র জানায়, আমরা গোডাউন ও কারখানার সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং দাহ্য পদার্থের তথ্য যাচাই করছি। ধৃত তিনজনের মধ্যে রয়েছেন ডেকরেটর সংস্থার মালিক গঙ্গাধর দাস এবং মোমো কারখানার দুই কর্মকর্তা। তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ দিক জানতে দুই দপ্তরকে আলাদা চিঠি পাঠানো হয়েছে। পুলিশের আশা, দমকল ও বিদ্যুৎ দপ্তরের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই আমরা তদন্তের পরবর্তী ধাপ নির্ধারণ করব। এখন পর্যন্ত গোডাউন থেকে ২৭টি দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, একটি অর্ধপোড়া দেহ এবং ২৬টি পোড়া হাড় কাঁটাপুকুর মর্গে রাখা হয়েছে। ডিএনএ মিলানোর কাজ চলছে। গত রবিবারের অগ্নিকাণ্ড থেকে পাঁচজন শ্রমিক প্রাণে বেঁচে গেছেন। তাঁরা এখনও মানসিক চাপে রয়েছেন। রাজনৈতিক চাপানউতরও তীব্র। বিরোধী দলনেতা নেতাদের মিছিল আমাদের এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করেছে, অভিযোগ করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

পরিবারগুলি এখনও প্রিয়জনের দেহাংশ পেতে অপেক্ষা করছেন। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, ডিএনএ যাচাই শেষ হলে দ্রুতই দেহাংশ পরিবারকে হস্তান্তর করা হবে।

কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত জানাল বাণিজ্য জগৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটকে অত্যন্ত বাস্তবমুখী এবং ভবিষ্যৎ নির্ভর বলে অভিহিত করেছে মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)। বাণিজ্য সংগঠনটি মনে করছে, বাজেটে শিল্পায়ন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়ায় দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

সংগঠনের মতে, রেল, সড়ক ও ফ্রেট করিডরের উন্নয়ন বৃহত্তর শিল্পবিকাশে সহায়ক হবে এবং শহর-গ্রামের মধ্যে যোগাযোগকে আরও শক্তিশালী করবে। বাজেটে নতুন সাতটি হাই-স্পিড রেল করিডরের প্রস্তাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এমসিসিআই আশা প্রকাশ করেছে, যা এটি সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের গতি বাড়াবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার 'এসএমই গ্রোথ ফান্ড' এবং পুরনো ২০০টি শিল্প ক্লাস্টারের পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগকে তারা প্রশংসা করেছে। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'মহাত্মা গান্ধি গ্রাম স্বরাজ ইনিশিয়েটিভ'-এর মাধ্যমে হস্তশিল্প ও তাঁত শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনাও তারা উল্লেখ করেছে।

বাজেটের আঘাত বাংলার পাতে, কেন্দ্রকে কড়া চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের পরপরই রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল বাংলায়। রবিবার দুপুরে সংসদের বাইরে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাজেটকে সরাসরি আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই কেন্দ্র পরিকল্পিতভাবে বাংলার মানুষের রুজি-রুটিতে কোপ মারছে।

অভিষেক বলেন, এই বাজেটের কোনও দিশা নেই, কোনও ভিত্তি নেই। এটা দেশের আর্থিক দলিল নয়, বিজেপির রাজনৈতিক প্রচারপত্র। তাঁর দাবি, দীর্ঘ বাজেট ভাষণে একবারের জন্যও বাংলার নাম না-উচ্চারণ করা প্রমাণ করে কেন্দ্র রাজ্যকে কতটা অবহেলার চোখে দেখে। তিনি আরও বলেন, যে বাজেটে দেশের বড় একটি রাজ্যের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়, তা জাতীয় বাজেট হতে পারে না। শুধু সমালোচনায় থেমে না থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে খোলা চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তাঁর কথায়, ১০০ দিনের কাজ বা আবাস যোজনায় যদি ২০২১-এর পর বাংলার একজন মানুষও সরাসরি টাকা পেয়ে থাকেন, প্রমাণ দেখাক কেন্দ্র। না পারলে সত্যিটা দেশবাসীর সামনে আনুক।

স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামোয় বাংলাকে বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলে অভিষেক বলেন, পুরনো প্রতিশ্রুতি নতুন মোড়কে সাজিয়ে পরিবেশন করা ছাড়া এই বাজেটে নতুন কিছু নেই। তাঁর হুঁশিয়ারি, বঞ্চনার রাজনীতি শেষ পর্যন্ত ব্যালট বাক্সেই জবাব দেবে।

বাজেট নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগে কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় বাজেটকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগকে যুক্তিহীন বলে খারিজ করলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে; এই বক্তব্য আসলে রাজনৈতিক ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা মাত্র। শমীকের কথায়, বারবার বলা হচ্ছে বাংলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ না হলেই কি বঞ্চনা হয়? তৃণমূলের ভূমিকা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, বাংলায় প্রশাসনের চালচলন কার হাতে, তা সবাই জানে। তৃণমূলের পরিচালন পদ্ধতিই আজ রাজ্যের মূল সমস্যা। শিল্প ও পরিকাঠামোর প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে তিনি মন্তব্য করেন, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, ডানকুনি কি কোনও অচেনা ভূখণ্ডে? নাকি মঙ্গোলিয়ায় চলে গেছে? তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, কেন্দ্রীয় প্রকল্প থাকলেও রাজ্যে তার বাস্তব রূপায়ণ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

বাজেট নিয়ে 'বাংলা দুর্বল হয়ে পড়বে'; এই আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এই বাজেট রাজ্যকে আরও ঝুঁকির মুখে ফেলবে; এমন ধারনা ভিত্তিহীন। তাঁর মতে, প্রকৃত সমস্যা বাজেটের অঙ্ক নয়, বরং রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা ও কার্যকর প্রয়োগের অভাব।

তিনি আরও বলেন, দেশ ও বাংলার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগিতা করা দরকার। রাজনৈতিক সংঘাত নয়, সমন্বয়ই উন্নয়নের পথ। বাজেট বিতর্কে এই বক্তব্যে তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত নতুন মাত্রা জুড়ল।

রবিতে সামান্য কমল তাপমাত্রা, হালকা শীতের আমেজ মহানগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে শীত বিদায়ের পথ প্রশস্ত হলেও রবিবার হালকা শীতের আমেজ অনুভব করল মহানগর। এক ধাক্কায় স্বাভাবিকের নীচেও নেমে গিয়েছে পারদ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় এখনও ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে। কুয়াশা থাকবে দক্ষিণেও।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, তাপমাত্রা খানিকটা কমলেও কনকনে ঠান্ডা পড়ার সম্ভাবনা আপাতত আর নেই। গত শুক্রবার কলকাতার তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে উঠে গিয়েছিল। শনিবার কিছুটা কমে তা হয়েছিল ১৬.২ ডিগ্রি। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয়েছে ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৪ ডিগ্রি কম। ভোরের দিকে সামান্য কুয়াশা থাকলেও কলকাতায় দিনভর আকাশ পরিষ্কার এবং মেঘমুক্তই থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র আপাতত শুকনো আবহাওয়া থাকবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো কিছু জেলায় সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে ৯৯৯ মিটার থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কুয়াশার কারণে এই সমস্ত জেলায় দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারে নেমে যেতে পারে। উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত তাপমাত্রার খুব বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

ধোঁয়া ওঠা কাপ হাতে নিয়ে বাজেটের রসায়ন চায়ের দোকানে

রাজীব মুখোপাধ্যায়

সংসদের মাইক্রোফোন বন্ধ হতেই উত্তর কলকাতায় খুলে গেল বিকেলের চায়ের কেটলি। শ্যামবাজার থেকে বাগবাজার; রবিবারের বাজেট বোঝা হচ্ছে হিসেবের খাতায় নয়, পকেটের বাস্তবতায়। কে কী পেল, কে কী হারাল; তারই কাটাছেঁড়া চলছে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে।

শ্যামবাজারের এক পুরনো চায়ের দোকানে বসে ব্যবসায়ী সমর ভৌমিক বললেন, শাড়ি, লেদারের জিনিস আর টিভির যন্ত্রাংশ সস্তা হওয়াটা বাজারের জন্য ভালো। উৎসবের আগে বিক্রি একটু বাড়বে। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা ইলেকট্রিক মেকানিক বাবলু রায় যোগ করলেন, মাইক্রোওয়েভ, ক্যামেরা সস্তা হলে কাজ বাড়বে ঠিকই, কিন্তু কয়লার দাম বাড়লে কারখানায় চাপ পড়বে।

শোভাবাজারে আলোচনার সুর ঘোরে নতুন প্রজন্মের দিকে। গ্রাফিক ডিজাইনার শুভঙ্কর ঘোষ বললেন, ভিডিও গেম আর কনটেন্ট তৈরির সরঞ্জাম সস্তা হওয়া মানে সুযোগ। সরকার প্রথমবার আমাদের দিকেও তাকাল। তবে একই টেবিলে বসে থাকা রিকশাচালক দিলীপ মণ্ডলের প্রশ্ন, বিদেশে পড়াশোনা, ট্যুর প্যাকেজ; এসব কার জন্য?

বাগবাজারে বাজেট ঢুকেছে স্বাস্থ্যচর্চায়। গৃহবধূ মমতা দাসের কণ্ঠে স্বস্তি, ক্যানসার আর বিরল রোগের ওষুধ সস্তা হওয়াটা বড় খবর। এই একটা সিদ্ধান্ত বহু পরিবারকে বাঁচাবে। মাছ ব্যবসায়ী কার্তিক নস্কর বললেন, সামুদ্রিক খাবার আর সোলার প্যানেল সস্তা হলে ব্যবসায় গতি আসবে।

তবে ক্ষোভও কম নয়। স্ক্র্যাপ আর কয়লার দাম বাড়ায় ছোট শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত অনেকে। আর মদ-সিগারেট, তামাকজাত পণ্যের দাম বাড়ায় কেউ বলছেন নেশায় লাগাম, কেউ বলছেন রুজিতে টান।

চায়ের কাপ খালি হয়, আলোচনা নয়। উত্তর কলকাতার রায় স্পষ্ট; এই বাজেট কাগজে যতটা নয়, ততটাই বিচার হবে বাজারে, জীবনে, পকেটের টানাপোড়েনে।

সম্পাদকীয়

তাহলে কংগ্রেসের জন্য আর পড়ে রইল কী?

এত্ত ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজেপিকে রুখতে চব্বিশের আগে তৈরি হল 'ইন্ডিয়া জোট'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতিশকুমার, বাম এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালরা একদম প্রথম সারিতে। তৈরি করলেন জোট। অনেক কথা হল। কিন্তু দেড় বছরেই কার্যত কর্পূরের মতো উধাও হতে বসেছে সেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স বা ইন্ডিয়া জোট। কংগ্রেস আরও অন্ধকারের চোরাগলিতে। এখন প্রশ্ন কেন এমন অবস্থা জোটের? তাহলে ভবিষ্যৎই বা কী? প্রথমতঃ জোট গড়ার ডাক দিয়ে নিজেই সবার আগে জোট ছেড়ে বিজেপির হাত ধরেন জেডিইউ নেতা নীতিশকুমার। অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির ভোটের আগেই ঘোষণা করে দেন কংগ্রেসের সঙ্গে আর নয়। এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত লোকসভায় রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও আনুষ্ঠানিক জোট করেননি। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনেও যে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করবেন না, সেটা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। উত্তরপ্রদেশে সপা নেতা অখিলেশ যাদব তো আগাম আভাস দিয়েই রেখেছেন যে, ২০২৭ সালের বিধানসভা ভোটে তিনিও আর কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে আগ্রহী নন। বিহারে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বিধানসভা ভোটের পরই জানিয়ে দেন কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভের কথা। তিনিও যে কংগ্রেস সম্পর্কে আর আগ্রহী নন, সেটাও বুঝিয়ে দেন লালু-পুত্র। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্র থেকেও এবার আসছে খারাপ খবর জোটের জন্য। নেপথ্যে সেই শরদ পাওয়ার। সেখানে পুরসভা ভোটের আগে রাজ ঠাকরের সঙ্গে উদ্ধব ঠাকরের পুনর্মিলন পর্ব শেষ হয়েছে। যা কংগ্রেসের কাছে মোটেই খুশির খবর নয়। এবার তাঁদের রক্তচাপ আরও বাড়িয়ে এনসিপির দুই গোষ্ঠীর মিলনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আর সেই সেই জল্পনায় ধোঁয়া দিয়েছেন খোদ শরদ পাওয়ার। স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় তিনি অবশ্য ঝেড়ে কাশেননি। তবে সূত্রের খবর, এনসিপির দুই গোষ্ঠী মিলে। ফের বিজেপি জোট সরকারের শরিক হতেই চলেছে। সুতরাং মারাঠাভূমে এখন সবথেকে একা হতে চলেছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে এখন তাহলে কংগ্রেসের হাতে আর পড়ে রইল কী, প্রশ্ন সেটাই।

শব্দছক ৬০

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অর্ধেক ৩. অনুশীলন ৬. সমবেদনা ৮. অবসান ৯. কালের অন্ত ১০. হলুদ রঙের বিষাক্ত পতঙ্গ ১২. হীরক ১৩. সময় ১৪. অস্ত্রাদির শব্দ ১৬. ধূর্ত ১৮. বসন্তে রঙের উৎসব ১৯. শ্রীরাধার প্রিয় সখী ২১. শুরু ২২. মুসলমান সাধু

ওপর-নিচ: ১. পৃথিবীতে প্রথম মানব ২. ঋণ ৪. চিঠি ৫. কর্ম-জর্জরিত ৭. হেপাজত ৮. শেষ নেই ১০. ট্যাঁকট্যাঁকে কথা ১১. তারকেশ্বরে অধিষ্ঠিত দেবতা ১৫. রসযুক্ত ১৭. সাত তারের যন্ত্র ১৮. দরজা ২০. ছোট চিঠি

সমাধান ৫৯ — পাশাপাশি: ১. খোলাখুলি ৪. আদল ৬. শার্ট ৭. খড়ম ৮. কান ৯. জান ১০. দেবতা ১২. সহেলি ১৪. চরকা ১৫. মকাই ১৭. খান ১৮. অন্ত ১৯. বচসা ২০. পাজি ২১. তিলেক ২২. ধুলিসাৎ

ওপর-নিচ : ১. খোশামুদে ২. লাট ৩. লিখন ৪. আম ৫. লবণ ৮. কাতার ৯. জালিকা ১১. বচন ১৩. হেমন্ত ১৬. ইন্দ্রজিৎ ১৭. খামতি ১৮. অসাধু ১৯. বক ২০. পাসা

আজকের দিন

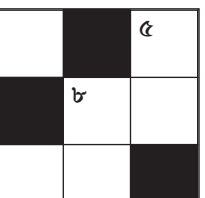

■ **১৮১৪** — কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম জাদুঘরগুলির মধ্যে একটি

■ **১৯৪৯** — প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া (পিটিআই) সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৪৩** — নাৎসি বাহিনী সোভিয়েতদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

জন্মদিন

খুশবন্ত সিং

১৯১৫ *বিশিষ্ট সাংবাদিক খুশবন্ত সিংয়ের জন্মদিন।*

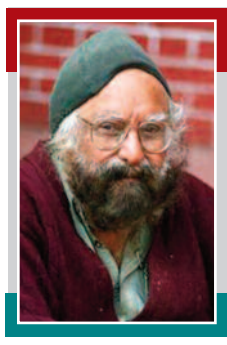

১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক অনুরাগ বাসুর জন্মদিন।*

১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্যর জন্মদিন।*

তীর্থক্ষেত্র ত্রিবেণী

বাঙালি হিন্দুত্বের অতীত ও বর্তমান

পল্লব মন্ডল

ধর্মীয় অর্থে তীর্থস্থান বলতে বোঝায় যে স্থানে দেবতা বা স্রষ্টার পূজা/প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় এবং যে স্থানে গমন করলে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়। বঙ্গদেশের গঙ্গাসাগারের সমসাময়িক আরেক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হল সুহ্মক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত সপ্তগ্রামের ত্রিবেণীধাম। হুগলি জেলার গঙ্গাতীরে 22°58'10" উত্তর অক্ষাংশে ও 88°26'40" পূর্ব দ্রাঘিমায় এই স্থান অবস্থিত। তীর্থের চূড়ামণিদ এই ত্রিবেণী সম্পর্কে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ও সাধকরঞ্জনের ত্রিপদী ছন্দের কাব্যেও স্তুতি ও মূলাধার ছিল প্রকট। ত্রিবেণীস্নানের মূলাধার হল, যেখানে ইড়া (ভগবতি গঙ্গা), পিঙ্গলা (যমুনা নদী) ও সুষুম্না (সরস্বতী নদী) এই তিনটি নাড়ি একসাথে মিলিত হয়েছে। অন্যদিকে, ইড়া হল ধমনী যার মধ্যে শুদ্ধ শোণিত প্রবাহিত হয়, পিঙ্গলা হল শিরা যার মধ্যে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয় পুনরায় শুদ্ধিকরণের জন্য এবং সুষম্না হল স্নায়ুতন্ত্র যা সকল প্রকার মানব উত্তেজনা ও অনুভূতির উৎসস্থল। এই তিন প্রকার নাড়ি মিলনস্থল হল ত্রিবেণী। তাই ত্রিবেণীতে স্নান করলে সাধকের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়, জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত হয় এবং স্নানার্থী অপার্থিব শান্তিলাভ করে।

বিশ্বের দরবারে ভারতের কুম্ভমেলা কয়েক বছর আগেই স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে চিহ্নিত হয় এটি। পুণ্য লাভের জন্য এক শ্রেণির মানুষ কুম্ভ স্নানকে আবশ্যিক বলে গণ্য করেন। ২০১৭ সালে UNESCO কুম্ভমেলাকে ভারতের অনবদ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলে ঘোষণা করেছে। যদিও এর বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। সাধারণ কুম্ভমেলা হয় প্রতি চার বছর অন্তর। অর্ধকুম্ভ হয় প্রতি ছয় বছর অন্তর হরিদ্বার ও প্রয়াগেরাজে। পূর্ণকুম্ভ হয় প্রতি বারো বছর অন্তর। বৃহস্পতি ও সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে কুম্ভমেলার চারটি নির্ধারিত স্থানে (যথা; প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিক) পূর্ণকুম্ভ হয়। বৃহস্পতি বৃষ রাশিতে এবং সূর্য কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করলে প্রয়াগে; সূর্য মেষ রাশিতে অবস্থান করলে হরিদ্বারে; সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করলে উজ্জয়িনীতে এবং বৃহস্পতি ও সূর্য সিংহ রাশিতে অবস্থান করলে নাসিকে মেলা বসে। বারোটি পূর্ণকুম্ভের পরে অর্থাৎ ১৪৪ বছর পরে এলাহাবাদের প্রয়াগে বসে মহাকুম্ভ। অন্যদিকে, প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী, সমুদ্রমন্থনের সময় গরুড়দেব অমৃতের কলসি নিয়ে পলায়নের সময়ে কলসি থেকে চার ফোঁটা অমৃত পৃথিবীতে পড়ে। এই স্থানগুলিই হয়ে ওঠে কুম্ভমেলার চার ক্ষেত্র।

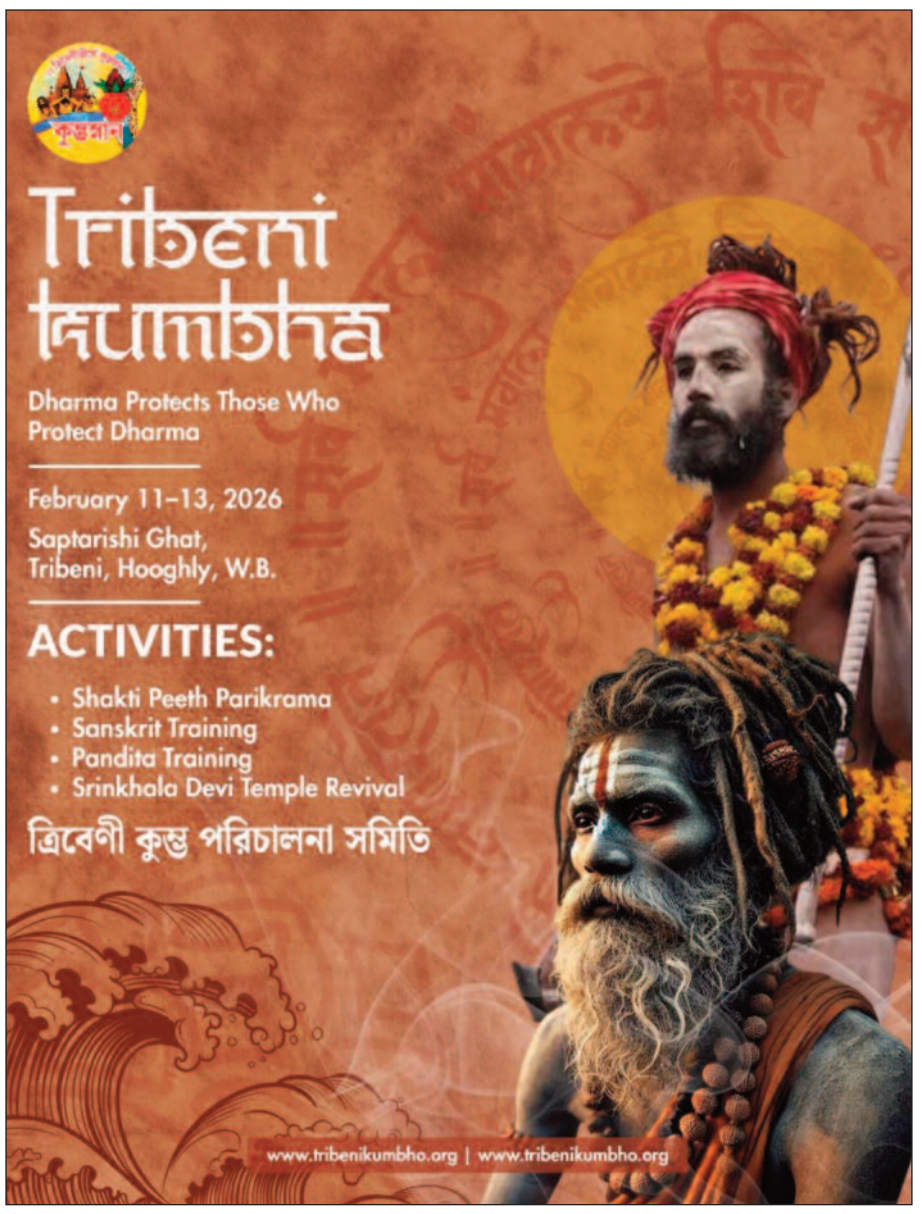

তবে বাংলাতেও একসময়ে কুম্ভমেলা প্রচলিত ছিল, যার কথা ভুলে গেছে বিগত অনেকগুলি প্রজন্ম। বাংলায় ইসলামি শাসকদের অনুপ্রবেশ এবং অত্যাচারের ফলে মুছে যায় কুম্ভের নাম। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী তিন নদীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণীতে আনুমানিক ১৩১৯ খ্রিস্টাব্দে শেষবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছিলো কুম্ভ মেলা। ৭০৩ বছর অপেক্ষার পর সাধুসন্তদের প্রচেষ্টায় ২০২২ -এ পুনরুদ্ধার হলো বাংলার কুম্ভমেলা। প্রাচীনকালে এই ত্রিবেণী মুক্তবেণী নামেও পরিচিত ছিল। স্থানীয় ইতিহাসবিদ অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তত্রিবেণী কুম্ভ

মেলার সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলার একটা যোগ ছিল। তৎকালীন সাধুসন্তরা, গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার পর তারা পদব্রজে ত্রিবেণীতে আসতেন। মাঘ সংক্রান্তি অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্তির দিন তারা স্নান করতেন। এই দিনটাকেই অনুকূম্ভ হিসেবে ধরা হত ত্রিবেণীতে। সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির তীর্থভূমি ছিলদ। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী কুশদ্বীপের রাজা প্রিয়বন্ত'র মোট সাতজন পুত্র (অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুস্মান, জ্যোতিস্মান, দ্যুতিস্মান, সবন আর ভব্য) ত্রিবেণীধাম সংলগ্ন এই স্থানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সংলগ্ন সাতটি গ্রামে যথা বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, নিত্যানন্দপুর, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর এবং বলদঘাটিতে তারা তাদের আশ্রম তৈরী করেছিল। তাই এর নাম সপ্তগ্রাম।

১২৯২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সুলতানির সিপাহসালার জাফর খান গাজী ত্রিবেণী আক্রমন করলে তার নির্দেশাধীন তুর্কি সেনা ত্রিবেণীতে প্রচুর গণহত্যা চালায়, হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রা বন্ধ করে দেয় ও ত্রিবেণীর পালযুগে নির্মিত একটি বিষ্ণু মন্দির ভেঙে দেয়। এর পাশাপাশি তিনি হিন্দুদের জমায়েত নিষিদ্ধ করেন এবং কুম্ভমেলা বন্ধ করে দেন। এমতাবস্থায় বর্ধমানভুক্তির মহারাজা ভূদেব রায় ত্রিবেণী পুনরুদ্ধার ও হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দের মাঘী পূর্ণিমার দিন ইটাচুনার কাছে মহানাদের প্রান্তরে রাজা ভূদেব রায় আর জাফর খান গাজীর মধ্যে প্রবল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মহারাজা ভূদেব রায় দিল্লির সেনাকে পরাস্ত করলে বর্ধমানের হিন্দু সেনা ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম বিজয় করে, ত্রিবেণীধামে পুনরায় হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা হয় এবং পুনরায় কুম্ভমেলা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৫০৫ সালে পাণ্ডুয়ার (মালদা) সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমনের জন্য এই অঞ্চল দখল করে বহু মন্দির ধ্বংস করেন। সপ্তগ্রামের নাম রাখা হয় 'হুসেনবাদ'। তিনিই 'কাফের' হিন্দুদের জমায়েত নিষিদ্ধ করে ত্রিবেণীর কুম্ভমেলা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করে দেন।

অবশেষে বহুকাল পর ২০২২ সালে সুদূর আমেরিকার বস্টনের অধিবাসী ইতিহাসবিদ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জী ,আমেরিকা নিউইয়র্কের অধিবাসী শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী ও সমাজকর্মী শ্রী অমিত শাও এর তত্ত্বাবধানে পুনরায় এই মেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়, কেন্দ্রে ছিল নবপ্রতিস্থিত ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা সমিতি। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশের সর্ব পন্থের সাধু-সন্ত দের পথনির্দেশনে ও স্থানীয় মানুষ দের সঙ্গে নিয়ে সুসংগঠিতভাবে কুম্ভমেলা ও পুণ্য কুম্ভস্নানের আয়োজন করা হয় ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী মাঘী সংক্রান্তি ভৈমী-একাদশী তিথিতে। সকল সাধু সন্ন্যাসী, মুনি ঋষিগণ ত্রিবেণীর অন্তর্গত গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর জড়ো হয়েছিলেন সপ্তর্ষি ঘাটে (মৈত্রী, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বমিত্র সপ্তঋষি এখানে তপশ্যা করেছেন)। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ত্রিবেণী কুম্ভমেলা'। ২০২৩ এর ২৬ ফেব্রুয়ারী ৯৮তম 'মান কী বাত' অনুষ্ঠানে বঙ্গতীর্থ ত্রিবেণী নিয়েই মনের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিন'বছর আগে এই মহোৎসবটির পুনরারম্ভ এবং ৮ লাখেরও বেশি ভক্তের সমাগমের কথা উল্লেখ করে আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন ক্ষ্মআপনারা কেবলমাত্র একটি প্রথাকে জীবিত করে তুলছেন তা না; বরং ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষাও করছেনদ।

ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা সমিতির সভাপতি শ্রী কাঞ্চন ব্যানার্জি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন এবারের ২০২৫ এর ত্রিবেণী কুম্ভ আরও ভব্য রূপে সেজে উঠবে। আনুমানিক ১৫ লক্ষ্যের অধিক ভক্ত্যের সমাগম হবে। ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী সাধুসন্তদের সমাগম; আমার তত্ত্বাবধানে শক্তিপীঠের পুষ্প, জল ও মৃত্তিকা সমর্পন, দিবারুদ্রাভিষেক, রুদ্রযজ্ঞ, ধর্মসভা, গঙ্গারতি, আদিত্য হৃদয় মন্ত্র, রাজকীয় পরিক্রমা , সাধুদের অমৃত স্নান, সাধু ভোজন, ধ্বজ অবতরণ এবং তৎপর সমাপন প্রভৃতি অনুষ্ঠান আয়োজীত হবে। যমুনা নদী স্রোত হাড়িয়ে আজ বিলুপ্ত, সরস্বতী নদী নিজস্ব স্রোত হাড়িয়ে বিলুপ্তির পথে, শুধুমাত্র গঙ্গা বয়ে চলেছে। কিন্তু ত্রিবেণীর পবিত্র স্নান ও কুম্ভ মেলা আজও সগৌরবে বর্তমান। কুম্ভ মেলাকে অনেকেই নিছক একটি ধর্মীয় সমাবেশ হিসেবে দেখতে পারেন। কিন্তু এর বিবর্তন হয়েছে মানবতার উৎসব রুপে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হয়। হিন্দুত্বের এই পুনঃজাগরণ ভারতমাতাকে ফের পরম বৈভাবশালী করার পথনির্দেশক।

যন্ত্রের কাছে অধরা সৃষ্টির বিস্ময়

সুদীপ ঘোষ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতির যুগে দাঁড়িয়ে আমরা এক অদ্ভুত সাংস্কৃতিক সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছি। যন্ত্র আজ শুধু হিসেব কষে না, ছবি আঁকে, গান তোলে, কবিতাও লেখে। ফলে একসময় যাকে আমরা মানুষের একান্ত অধিকার বলে ভেবেছিলাম;সৃজনশীলতা;তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আরও গভীর এক উপলব্ধি যন্ত্র যত বেশি নিখুঁতভাবে নকল করতে শিখছে, মানুষের সৃষ্টির প্রকৃত অনন্যতা ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সৃজনশীল লেখা একসময় মানুষের অস্তিত্বের এক প্রাথমিক প্রমাণ বলে বিবেচিত হত। ভালো লেখা হোক বা খারাপ;লেখা মানেই ছিল মানুষের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও চিন্তার প্রকাশ। সেই কারণেই অ্যালান টিউরিং মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য বোঝাতে তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষায় কবিতাকে টেনে এনেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, গণিত বা যুক্তির চেয়ে সাহিত্য অনেক বেশি সূক্ষ্ম সীমান্তরেখা তৈরি করে। যন্ত্র যদি কবিতা লিখতে পারে, তবে মানুষ আর যন্ত্রের ভেদরেখা কোথায়?

আজ সেই প্রশ্ন নতুন করে সামনে এসেছে। আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কয়েক সেকেন্ডে সনেট লিখে দিতে পারে, উপন্যাসের খসড়া বানাতে পারে, এমনকি সমালোচনাও হাজির করে। ফলে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়েছে;যদি যন্ত্রও শিল্প সৃষ্টি করতে পারে, তবে মানুষের বিশেষত্ব কোথায়? এই অস্বস্তি আসলে অহংকারের আঘাত। আমরা চেয়েছিলাম বিশ্বাস করতে, শিল্প হলো মানুষের আত্মার শেষ আশ্রয়। এখন সেখানে যন্ত্রের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু একটু গভীরে তাকালেই বোঝা যায়, যন্ত্র যা করছে তা মূলত অনুকরণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিপুল পরিমাণ লেখা পড়ে সম্ভাব্য শব্দের পরবর্তী শব্দ বেছে নেয়। তার লেখায় তাই প্রায়ই পরিচিত বাক্যগঠন, চেনা আবেগ, বহু ব্যবহৃত উপমা ফিরে আসে। এই লেখাগুলো দেখতে ঝরঝরে, সাবলীল হলেও ভেতরে একধরনের পূর্বানুমেয়তা কাজ করে। বিস্ময়ের অভাবটাই এখানে মূল সমস্যা। কারণ সাহিত্য কেবল অর্থপূর্ণ হলেই হয় না, তা পাঠককে চমকাতে চায়;অপ্রত্যাশিত সংযোগ তৈরি করতে চায়, পরিচিত বাস্তবতাকে নতুন আলোয় দেখাতে চায়।

মানুষের লেখার সঙ্গে যন্ত্রের লেখার এখানেই মৌলিক পার্থক্য। মানুষ লিখতে বসে নিজের স্মৃতি, ব্যর্থতা, ক্ষত, ভালোবাসা ও দ্বিধা নিয়ে। সে জানে না লেখার শেষে ঠিক কী দাঁড়াবে। অনেক সময় লেখাই

লেখককে বদলে দেয়। কিন্তু যন্ত্রের কাছে লেখার ফল আগেই জানা;সে সর্বোচ্চ সম্ভাবনার পথে হাঁটে। ফলে যন্ত্রের লেখায় ঝুঁকি নেই, ভুলের সম্ভাবনা নেই, অথচ শিল্প তো অনেক সময় ভুল থেকেই জন্ম নেয়।

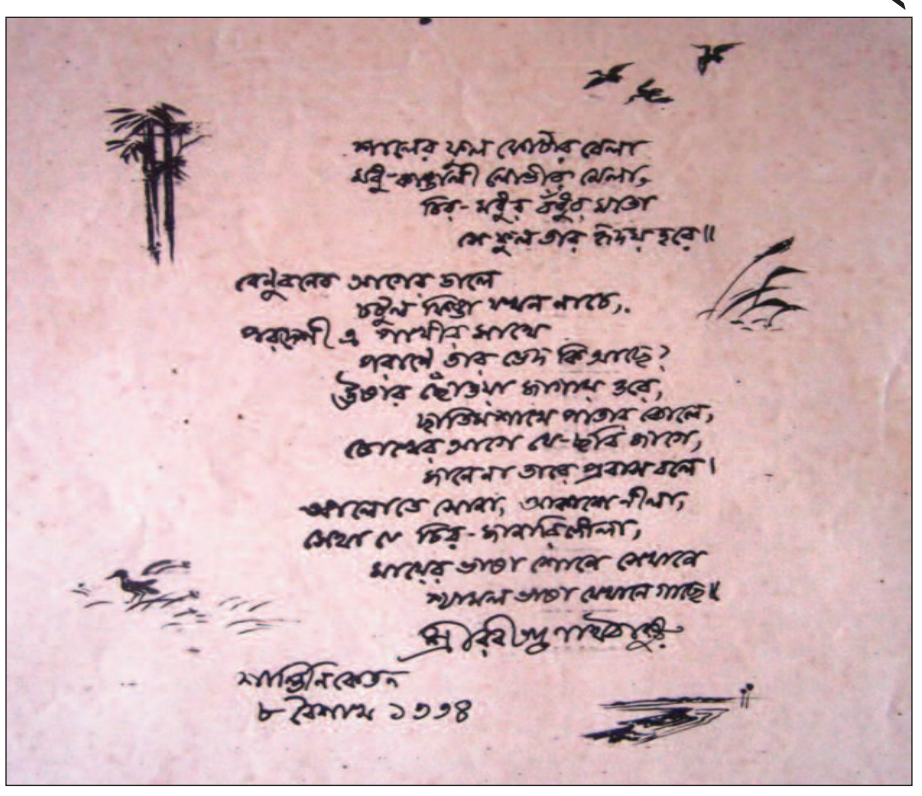

এই কারণেই মানুষ খারাপ শিল্পও এত ভালোবাসে। অসংখ্য অপটু কবিতা, বিস্বাদ উপন্যাস, গড়পড়তা ছবি; সবই মানুষের সৃষ্টির অংশ। এগুলো প্রমাণ করে মানুষ চেষ্টা করছে, হাতড়াচ্ছে, ব্যর্থ হচ্ছে। যন্ত্রও এই ব্যর্থতার কৌশল শিখে ফেলেছে। সে ক্লিশে তৈরি করতে পারে, একঘেয়ে গল্প বানাতে পারে। কিন্তু মানুষের ব্যর্থতার ভেতরে যে যন্ত্রণার ছাপ, যে অস্থির অনুসন্ধান;তা যন্ত্রের নেই।

ভিজ্যুয়াল আর্টে 'নতুন করে দেখানো'-র দাবি বহুদিন ধরে স্বীকৃত। সাহিত্যে সেই দাবি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। ফলে পরিচিত কাঠামোর নিরাপত্তায় সাহিত্য অনেক সময় থিতু হয়ে থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। ফর্মুলা-নির্ভর লেখা, পুনরাবৃত্ত ধাঁচের গল্প;এসব ক্ষেত্রে যন্ত্র অদ্ভুত দক্ষ। সম্ভবত ভবিষ্যতে এমন লেখা আরও বাড়বে। কিন্তু তাতেই স্পষ্ট হবে, সব লেখা সমান মূল্যবান নয়। মানুষ যা খোঁজে, তা হলো বিস্ময়;একটি বাক্য, একটি দৃশ্য, একটি চিন্তা যা তাকে থামিয়ে দেয়। এই বিস্ময় তৈরি হয় তখনই, যখন লেখক নিজের অভিজ্ঞতার গভীর থেকে কিছু তুলে আনে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনো ব্যক্তিগত স্মৃতি নেই। তার কোনো শৈশব নেই, কোনো ক্ষয়মান শরীর নেই, কোনো অপরাধবোধ বা আকস্মিক আনন্দ নেই। তাই সে সত্যিকার অর্থে স্মৃতিকথা লিখতে পারে না। সে কেবল স্মৃতির অনুকরণ তৈরি করতে পারে।

এই সীমাবদ্ধতাই মানব সৃজনশীলতার শেষ আশ্বাস। যন্ত্র যত উন্নত হবে, ততই স্পষ্ট হবে মানুষের শিল্পের আসল শক্তি কোথায়। স্টিকার লাগিয়ে ত্মানুষের লেখাদ বলে ঘোষণা করার চেয়ে জরুরি হলো মানুষের নিজস্ব সৃষ্টিচেষ্টা ধরে রাখা। সফল হোক বা ব্যর্থ;লেখা মানে মানুষের অস্তিত্বের ঘোষণা। শিল্প মানে সেই সংযোগ, যা এক মানুষের ভেতরের জীবনকে আরেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়।

ভবিষ্যতের সৃজনশীলতা সম্ভবত দ্বিমুখী হবে। যন্ত্র দক্ষতার সঙ্গে অনুকরণ ও পুনরুৎপাদনের কাজ করবে, আর মানুষ মন দেবে এমন সৃষ্টিতে, যেখানে অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি ও আবেগ জড়িয়ে আছে। প্রযুক্তি হয়তো সহায়ক হবে, কিন্তু চালিকাশক্তি হবে মানুষের চেতনা। কারণ যন্ত্র সম্ভাব্য শব্দ সাজাতে পারে, কিন্তু সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস এখনো মানুষেরই। এই সাহস থেকেই জন্ম নেয় সত্যিকারের সাহিত্য। আর সেই সাহিত্যই প্রমাণ করে;যন্ত্র অনেক কিছু শিখতে পারলেও, বিস্ময়ের গভীর উৎস এখনো তার কাছে অধরা।

ঋণস্বীকার

এই প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে সমকালীন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতা নিয়ে চলমান আন্তর্জাতিক বিতর্ক থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে। বিশেষভাবে ব্রিটিশ লেখক রিচার্ড বেয়ার্ডের প্রবন্ধ Computers canót surprise-এ উত্থাপিত চিন্তা ও প্রশ্নগুলি এই লেখার ভাবনার পটভূমি নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। পাশাপাশি অ্যালান টিউরিং, অ্যাডা লাভলেস এবং আধুনিক সাহিত্য-দর্শনের আলোচনাগুলি সামগ্রিকভাবে এই প্রবন্ধের বৌদ্ধিক পরিসর গঠনে প্রভাব ফেলেছে। তবে এখানে প্রকাশিত মতামত ও বিশ্লেষণ সম্পূর্ণরূপে লেখকের নিজস্ব।

চর্চাবাসর ৬৭

নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ১২ জন ভারতীয়, যার মধ্যে ৫ জন ভারতীয় নাগরিক এবং ৭ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বা বসবাসকারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম ভারতীয় নাগরিক যিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং ১৯১৩ সালে প্রথম অ-ইউরোপীয় এবং প্রথম এশীয় যিনি পুরস্কারপ্রাপ্ত হন। প্রাপকদের তালিকার মধ্যে মাদার তেরেসা হলেন একমাত্র মহিলা।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নন্দীগ্রামে আমদাবাদ ১ নং অঞ্চলের ৫ নং মণ্ডল বিজেপির কর্মিসভায় অংশগ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এসআইআরের চাপে অসুস্থ বিএলও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি নির্দেশে নিদারুণ চাপে এবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক বিএলও বলে অভিযোগ। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের শাকচুরা বাগুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশঝারি ৫৮ নম্বর বুথে। ওই বুথের বিএলও বছর ৪২-এর আল ইমরান সরদার। একদিকে, মানসিক চাপ। অন্যদিকে এসআইআর সঠিক নথিপত্র যাচাই করার জন্য নাগরিকরা চাপ দিচ্ছিল, এরফলে প্রেসার বেড়ে যায় বলে পরিবারের দাবি। এরপরেই শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন। এই ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে রবিবার বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএলও আল ইমরানকে দেখতে হাসপাতালে যান। তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিধায়ক। যাতে বিএলও ও তাঁর পরিবারের কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য আশ্বস্ত করেছেন বিধায়ক। অন্যদিকে অসুস্থ বিএলও'র সমস্ত চিকিৎসা থেকে শুরু করে ওষুধ খরচা-সহ বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন এমনটা জানিয়েছেন চিকিৎসক বিধায়ক সপ্তর্ষি। তাঁর অভিযোগ করেন, 'নির্বাচন কমিশনের আগের নির্দেশ মত এসআইআর-এর শুনানি ১০ ফেব্রুয়ারি শেষ করার কথা ছিল। হঠাৎই পুনরায় নির্দেশ দেওয়া হয় চলতি মাসের ৬ ফেব্রুয়ারি শুনানি শেষ করতে হবে। তার আগে এত পরিমাণ কাজে মানসিক চাপ বেড়ে গেছে, যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে বিএলওদের অসুস্থতার খবর আসছে। আমরা সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশে আছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই কাজ করে যাবেন, সব রকম সাহায্য করব। যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়।'

পরকীয়া সম্পর্কের জেরে এক গাড়ির চালককে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরকীয়া সম্পর্কের জেরে এক গাড়ির চালককে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল তারই এক বন্ধুর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় হামলাকারী ওই বন্ধু রাজু রায়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে ধৃতের স্ত্রী আরতি রায়কে। শনিবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে, বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের নালাগোলা বেলডাঙা এলাকায়। মৃতের পরিবারের দাবি, তাঁরা এই পরকীয়া সম্পর্কের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তবে খুব নৃশংসভাবে তাদের বাড়ির ছেলেকে খুন করেছে অভিযুক্ত যুবক। রবিবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করা হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। এদিন গভীর রাতে বাড়ি থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরেই ওই ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুভাষ রায় (৪৮)। তাঁর বাড়ি মদনাবতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলডাঙায়। পেশায় চার চাকার গাড়ির চালক ছিলেন সুভাষ। ওইদিন বিকেলে কাজে বেরিয়েছিলেন তিনি। এরপর আর বাড়ি ফেরেন নি। রাতের বেলায় পুলিশ মারফত পরিবারের লোকেরা জানতে পারেন, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সুভাষের দেহ বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে একটি কাঠ মিলের পাশে জঙ্গলে পড়ে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের বুকের দুই পাশে অন্তত সাত থেকে আট বার ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সুভাষ গাড়ির চালক হলেও কর্মসূত্রে মদনাবতী গ্রামের যুবক রাজুর সঙ্গে পরিচয় হয়। দিনমজুরির সুবাদে রাজু বেশিরভাগ দিন ভিন রাজ্যে থাকতো। এরই মধ্যে সুভাষের সঙ্গে রাজুর স্ত্রীর আরতির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবিও সুভাষ নাকি তার মোবাইলে তুলে রেখেছিল বলে অভিযোগ। কয়েকদিন আগে রাজু দিল্লি থেকে মালদার গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন। এরপর একদিন হঠাৎ করে স্ত্রীর সঙ্গে তার বন্ধু সুভাষকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে। শুরু হয় দুই বন্ধুর মধ্যে বচসা। তখন নাকি ওই মহিলার আপত্তিকর ছবি দেখিয়ে রাজুকে ভয় দেখানো এবং ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। আর তারপরেই পথের কাঁটা সরাতে সুভাষকে খুনের পরিকল্পনা নেয় ওই যুবক।

মৃতের দাদা শিশির রায় জানিয়েছেন, সুভাষের স্ত্রী পারুল রায় এবং দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে। আমরা কেউ সুভাষের এমন পরকীয়া সম্পর্কের বিষয়ে জানতাম না। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি করেছেন মৃতের পরিবার। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইন্দাসে অভিষেক কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে হাজির ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ব্যারেটো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত অভিষেক কাপ ২০২৬ অনুষ্ঠিত হল ইন্দাস হাই স্কুল গ্রাউন্ডে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আটটি দলকে বাছাই করে একটি ডে-নাইট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিটি টিমে চারজন করে বিদেশি খেলোয়াড় ছিল। এই খেলায় উপস্থিত ছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার তথা মোহনবাগানের সবুজ তোতা জোশে, রামিরেজ ব্যারেটো, ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সৈয়দ রহিম নবী এছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন গোলরক্ষক সন্দীপ নন্দী। এই ফুটবলাররা ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলার সভাধিপতি অনুসুয়া রায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাতরা, ইন্দাস ব্লক সভাপতি শেখ হামিদ, ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি আতাউল হক, ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মোল্লা নাসির আলি-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। হাজার হাজার কাতারে কাতারে ফুটবল প্রেমী মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন ইন্দাস হাই স্কুল প্রাঙ্গণে। এদিনের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলাটি সম্পন্ন হয় মার্বেল হাউস কোতুলপুর ভার্সেস শিবম একাদশের সঙ্গে। ফাইনালে নির্ধারিত সময় সুচির আগেই ২-১ গোলে জয়লাভ করে শিভম একাদশ। এই দুটি দলেই চার জন করে বিদেশি খেলোয়াড় ছিল। প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলায় এত বড় মাপের একটি ফুটবল খেলা দেখে রীতিমতো উৎসবের চেহারা ইন্দাসে।

ভলভো বাসের ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: যাত্রীবাহী ভলভো বাসের ধাক্কায় মৃত্যু এক বাইক আরোহীর। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি থানার অন্তর্গত পুরসা এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা বাসটিতে ভাঙচুর চালায়। বাসের চালককেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও কোনো মতে চালক ও অন্যান্য কর্মীরা ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গলসি থানার পুলিশ। এদিন ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রবিবার দুপুরে ভলভো বাসটি যাত্রী নামানোর জন্য সার্ভিস রোড দিয়ে যাওয়ার সময়। জাতীয় সড়কের আন্ডার পাশ থেকে এক বাইক আরোহী রাস্তা পারাপার করছিল সেই সময়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাসটি বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারলে। বাইক আরোহী রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। মাথায় হেলমেট না থাকার কারণে মাথায় গুরুতর আঘাত পায় বাইক আরোহী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় বাইক আরোহীকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম মীর অপু। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। অন্যদিকে দুর্ঘটনার জেরে স্থানীয়দের বিক্ষোভ সামলাতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোডে বেপরোয়াভাবে ভারি গাড়ি ও বাস চলাচল করার জন্যই নিত্যদিন ওই এলাকায় কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকে। জাতীয় সড়কের আন্ডার পাসগুলিতে দুর্ঘটনা কমানোর জন্য ট্রাফিক পুলিশের দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে দুর্গাপুর ট্র্যাফিকের লাগাতার অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে দুর্গাপুর ট্র্যাফিকের লাগাতার অভিযান সিটি সেন্টার চত্বরে। শনিবার রাত ন'টার পর থেকেই সিটি সেন্টারের বিগবাজার ও ডক্টরস কলোনিতে অভিযান চালান ট্র্যাফিক এসিপি রাজকুমার মালাকার-সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। রাস্তার দু-ধারে যে সব চারচাকা অবৈধ পার্কিং করা আছে, সরাসরি জরিমানা করা হয় তাদেরকে। গত ২৯ জানুয়ারি সাংবাদিক বৈঠক করে ডিসি ট্র্যাফিক জানিয়েছিলেন শহরে অবৈধ পার্কিং মুক্ত করা হবে। ইতিমধ্যেই শহরের ১৩টি জায়গায় এডিডি-এর পক্ষ থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পার্কিং জোনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার সিটি সেন্টারে অবৈধ পার্কিং মুক্ত জোন করতে ময়দানে নামলেন এসিপি ট্রাফিক রাজকুমার মালাকার।

বিজেপির অস্থায়ী দলীয় কার্যালয়ে চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বিজেপির অস্থায়ী দলীয় কার্যালয় চুরির অভিযোগ। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি কর্মীরা। দুর্গাপুরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলঝোড় ডাঙাপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই অস্থায়ী কার্যালয় থেকে এসআইআর সংক্রান্ত কাজকর্ম হচ্ছিল। মানুষের সমস্যার কথা শোনা হচ্ছিল এবং তাদের পাশে থাকা হচ্ছিল। সেই অস্থায়ী কার্যালয়টিকে শনিবার রাতের তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর চালিয়েছে। তারপর অস্থায়ী কার্যালয় চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। মণ্ডল সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল বলেন, 'এলাকার তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা এই কাজ করেছে। অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবো।' পাল্টা ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরপিতা দীপঙ্কর লাহার দাবি, 'এই ধরনের কোন অস্থায়ী কার্যালয় ছিল বলে আমার জানা নেই। নিজেদের মধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের। কারণ তৃণমূলের কেউ এই ধরনের কাজ করবে না।'

5 STAR SUPER COLOUR | MANAKSIA STEELS LIMITED AN ISO 9001 : 2015 COMPANY | 5 STAR SUPERLUME

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়নস রেঞ্জ, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩১,৭৮৬.০০	৭৯,৮০১.৯৮	১৬,০৪৮.০৫
মোট রাজস্ব	৩২,০৫৬.১৬	৮০,৪১৮.৭১	১৬,০৫২.৫৬
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)৫৮৬.০৩	১,৮১১.৬২	৪,৪৭৬.৬৬	৫৮৬.০৩
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১,২৬৪.৩১	২,৭৭৫.৪৫	২১৯.২৮
ব্যতিক্রমী দফা	-	-	(৮.৮৬)
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,২৬৪.৩১	২,৭৭৫.৪৫	২১০.৪২
কর ব্যয়	৩০৩৷৫৭	৭১৫.৮৭	(২১.৪৩)
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯৬০.৭৪	২,০৫৯.৫৮	২৩১.৮৫
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	৯০০.১৪	২,৩৮০.২০	(৫৭৪.৪৮)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক ( )	১.৪৭	৩.১৪	০.৩৫
(খ) মিশ্রিত ( )	১.৪৭	৩.১৪	০.৩৫

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৯,৮৩৪.০০	৭৪,৩১১.১০	১৪,২২৯.৫১
মোট রাজস্ব	৩০,১০৪.১০	৭৪,৯২৭.৫৮	১৪,২৩৩.৫৮
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১,৭১৭.৮৭	৪,১৮৩.১৬	৫২৭.৫৭
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	১,২০৭.৬৩	২,৫৯৬.৯০	১৭৮.০৯
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৯১০.২২	১,৯৪৫.৭৫	২৬৬.৭৭

দ্রষ্টব্য:
(ক) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং ফলাফলগুলি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে প্রকাশ করা হচ্ছে।
(খ) মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেডের সমন্বয়ে একত্রিত আর্থিক ফলাফল।
(গ) যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ একটি একক প্রাথমিক ব্যবসায়িক বিভাগের মধ্যে পড়ে, যেমন, 'ধাতু', সেজন্য ইন্ড এএস ১০৮, 'অপারেটিং সেগমেন্টস' এর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য নয়।
(ঘ) তুলনামূলক সংখ্যাগুলি পুনর্সজ্জিত/পুনর্বিন্যস্ত যেখানে প্রয়োজন সাজানো হয়েছে।
(ঙ) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের জন্য গ্রুপের কনসলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে রিপোর্ট করা ব্যতিক্রমী বিষয়ের মধ্যে নাইজেরিয়ার মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে উদ্ভূত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার জনিত ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ক্ষতিগুলি মূলত নাইজেরিয়ায় গ্রুপের সহায়ক সংস্থাগুলির কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত।
(চ) ভারত সরকার বিদ্যমান ২৯টি শ্রম আইনকে একত্রিত করে চারটি শ্রম কোড প্রণয়ন করেছে- লেবার কোড, ২০১৯; সামাজিক নিরাপত্তা কোড, ২০২০; শিল্প সম্পর্ক কোড, ২০২০; এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ কোড, ২০২০। এই কোডগুলি ২১শে নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক এই নিয়ামক পরিবর্তনগুলি বোঝার সুবিধার্থে এবং তাদের আর্থিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য খসড়া কেন্দ্রীয় বিধি এবং এফএকিউ জারি করেছে।
বর্তমানে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে, কোম্পানির নিজস্ব কর্মচারীদের ক্ষেত্রে শ্রম কোডগুলি বাস্তবায়নের ফলে উদ্ভূত প্রভাব পৃথক ও কনসলিডেটেড আর্থিক ফলাফলে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তা উল্লেখযোগ্য নয়। কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট এর প্রভাব মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এবং আজ পর্যন্ত করা মূল্যায়নের ভিত্তিতে এই ধরনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য হবে বলে আশা করা হচ্ছে না।
শ্রম কোডগুলির অধীনে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বিধিগুলি এখনও বিজ্ঞপ্তিত হয়নি এবং এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারির পর, কোম্পানি প্রযোজ্য অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কর্মচারী সুবিধা বাধ্যবাধকতার ওপর কোনো প্রভাব থাকলে তা পুনরায় মূল্যায়ন ও নথিভুক্ত করবে।
(ছ) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফল সমূহের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এবং মূল আর্থিক হাইলাইটস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ, www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksias-teels.com -এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

Key Highlights | Financial Results

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00441271

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	উগমরাজ এম বোহরা	০০০৯০৫৩	১৮২১	৩৩৯০২৫১-৩৩৯২০০০	১৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India
আঞ্চলিক অফিস : দুর্গাপুর
ইউসিপি-২৩, বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর, পিন-৭১৩২১৬,
টেলিফোন নং : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

লীজে প্রেমিসেস প্রয়োজন

হাটগোবিন্দপুর, থানা- শক্তিগড়, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গে ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য **১২০০ বর্গফুট ±১০% কার্পেট এরিয়ার** একটি **সুনির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস** প্রয়োজন, যা তাৎক্ষণিক দখলযোগ্য বা নির্মাণাধীন হতে হবে এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর হলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **ব্যাংকের ওয়েবসাইট : https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx** অথবা ই-প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল **www.eprocure.gov.in/epublish/app** দেখুন। নির্ধারিত ফরমেটে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় **২৩.০২.২০২৬ বিকাল ৪:০০টা** পর্যন্ত।
কারিগরী বিবরণ/নকশাসহ **"টেকনিক্যাল বিড"** এবং **"প্রাইস বিড"** অফারগুলি **(১) টেকনিক্যাল বিড, (২) প্রাইস বিড** শিরোনামে দুটি আলাদা সিল করা খামে গ্রহণ করা হবে। সম্পূর্ণ পূরণ করা ফর্মটি উপরে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে **রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুরের** ঠিকানায় জমা দিতে হবে।
টেকনিক্যাল বিডগুলি **২৩.০২.২০২৬ তারিখে বিকাল ০৫:০০টায়** উপরোক্ত ঠিকানায় খোলা হবে। বিড খোলার সময় জমির মালিক বা তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতে পারেন। **কোনো দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর অনুমতি নেই।**
কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড বাতিল করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

SBI **এসবিআই এইচএলসি খড়গপুর (৬৪১৭৫)**
৩য় তল, টাওয়ার - ০১, অটল রিয়েল এস্টেট, পো ইন্দা খড়গপুর, পিন - ৭২১৩০৫, ইমেল : sbi.64175@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এক **মূল স্বত্ব দলিল নং ১-১০১০০৪৯৫৯/২০২০, তারিখ ২৯.০৯.২০২০, শ্রী সুকান্ত কুন্ডু** পিতা শ্রী ত্রিলোচন কুন্ডু এবং **শ্রীমতি মৌমিতা কুন্ডু** স্বামী শ্রী সুকান্ত কুন্ডু এর নামে নিবাস **"অবন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট"** ফ্ল্যাট নং '২ডি' ৩য়তলে, পো খড়গপুর, থানা খড়গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০৬, **হোম লোন এ/সি নং ৩৯১৩২৮৭৪১৯৭** গৃহীত **এসবিআই এইচএলসি, খড়গপুর** হেফাজত থেকে হারিয়েছে।
বিক্রয় দলিলের বিস্তারিত : **মূল দলিল নং ১০১০০৪৯৫৯ তারিখ ২৯.০৯.২০২০,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০১০-২০২০, পৃষ্ঠা ৯৮০৬৭ থেকে ৯৮১০৮ -২০২০ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর খড়গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অবাধ বসবাসের ফ্ল্যাট নং **'২ডি'**, ৩য় তলে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৪০ বর্গফুট, ঢাকা এরিয়া ৭০০ বর্গফুট কমবেশি উক্ত বহুতল ভবনে নাম অবন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট, খড়গপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং ৩৪ অধীন, হোল্ডিং নং ৬৯৯/৩৬৪, তালবাগিচা, এডিএসআরও খড়গপুর অধিক্ষেত্রে, পো খড়গপুর, থানা খড়গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। **চৌহদ্দি : উত্তরে** শ্রী প্রশান্ত পান্ডা এর জমি। **দক্ষিণে :** শ্রী বাণীব্রত ভট্টাচার্যর জমি। **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। **পশ্চিমে :** শ্রী বিজয় বসু এর জমি। ইতিমধ্যেই আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খড়গপুর (টাউন) থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ২১০৪ তারিখ ৩১.০১.২০২৬ দায়ের করেছি উক্ত মূল দলিল হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহকরে এইচএলসি, খড়গপুর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানান।

তারিখ : ০২.০২.২০২৬
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এইচএলসি খড়গপুর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট IV-A" দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **১৮.০২.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ভারতীয় ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বকেয়া।

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি নং ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা যদি থাকে চ) দখলের ধরন
১	ক) মেসার্স ৩এ গার্মেন্টস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বা : শেখ আলতাফ হোসেন (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) শ্রী শেখ আশিক ইকবাল (জামিনদাতা), সকলের ঠিকানা : বোগা নোয়াপাড়া রোড, মহেশতলা এম, বারিয়া, ডায়মন্ড হারবার-১ কলকাতা-৭০০১৪১, খ) শাখা : গার্ডেনরিচ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত তিনতলা বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৪৫০০ বর্গফুট নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক, অবস্থিত মৌজা- নোয়াপাড়া গ্রাম, পরগনা- মাগুরা, জেএল নং ৬, তৌজি নং ৬৭, আরএস নং ৫৬১, আরএস খতিয়ান নং ১৪২, আরএস দাগ নং ৬৫৫, হোল্ডিং নং সি৪-১৫৪/এ/নিউ, বোগা নোয়াপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ২১ মহেশতলা পুরসভা অধীন, থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দান দলিল নং ০৬৯৭৫ তারিখ : ২৭.০৬.২০১৪ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৪১২ থেকে ৪২২, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-২, আলিপুর, ২০১৪ সালের, সম্পত্তি শেখ আলতাফ হোসেন এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : আশিক ইকবাল, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : মোজাস্সর নাজর।	৩৯,০২,০৪২.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ দুই হাজার বিয়াল্লিশ টাকা) ২৯.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ৪৫,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৫৪,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50521399431 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত
২	ক) ১. মেসার্স আই জে এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী সংস্থা/ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শ্রী লাল্টু মোল্লা পিতা : আবদুল গোনি মোল্লা গ্রাম : কাশিরামপুর, পো : জাফরপুর, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫১৩। আরও ঠিকানা : গ্রাম : ঘনশ্যামপুর, পো : বঙ্গনগর, থানা : ফলতা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫১৩। খ) শকুন্তলা পার্ক	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ কমবেশি ৭.১৩ শতক এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : ঘনশ্যামপুর, পো : চাবেড়িয়া, গ্রামপঞ্চায়েত-১ বঙ্গনগর, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬, (নতুন-১৪২২), জেএল নং ১০৬, দলিল নং ১৬১৯০০০৩৭-২০১৯ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর -ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১৯-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৪০৮-থেকে ১৪৩৩, এবং ঘোষিত দলিল নং ১৬১৯০০০৮৮৮/২০২০ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-ফলতা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১৯-২০২০, পৃষ্ঠা ২৩৭১৫ থেকে ২৩৭৫৪, সম্পত্তি লাল্টু মোল্লার নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : তাহার শেখ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : নুরউদ্দিন এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : শাহানামাজ মন্ডলের সম্পত্তি।	৬৬,৯২,৪৮০.৪৯ টাকা (ছেষট্টি লাখ বিরানব্বই হাজার চারশ আশি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) ১৬.০৪.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ৭৮,১৭,০০০.০০ টাকা খ) ৭,৮১,৭০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50529506435 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত
৩	ক) শ্রী তাপস রঞ্জন মন্ডল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা শ্রী তুষার রঞ্জন মন্ডল, শ্রীমত প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, (সহ ঋণগ্রহীতা), স্বামী তাপস রঞ্জন মন্ডল, উভয়ের ঠিকানা : ৫ ইস্টার্ন পার্ক, ওয়ার্ড নং ১০৪, পো : সন্তোষপুর, থানা : সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা ৭০০০৭৫ এবং আরও ঠিকানা : ২৩৭ এনএসসি বোস রোড, পো নাকতলা, থানা নেতাজি নগর, কলকাতা- ৭০০০৪৭। খ) শাখা : রায়নগর বাঁশদ্রোণী।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২ডি পরিমাপ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ১০৬৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৫০ বর্গফুট কমবেশি সমুদয় তিনতলা (মার্বেল), ব্লক -ডি, উক্ত জি-৪ তলা ভবন এবং এক খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ কলকাতা পৌর সংস্থা প্রেমিসেস নং ২৩৭ এনএসসি বোস রোড পো নাকতলা, থানা যাদবপুর, (বর্তমানে -নেতাজি নগর) ওয়ার্ড নং ১০০, বরো নং ১০, কলকাতা -৭০০০৪৭ অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ১২৩৮৮ -২০২৪ সালের সম্পত্তি তাপস রঞ্জন মন্ডল এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৩২৮২৫ থেকে ৩৩২৮৪৭।	৬১,১৩,১৪৩.৫০ টাকা (একষট্টি লাখ তেরো হাজার একশ তেতাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) ৭৫,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ৭,৫৫,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB7823686833 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০২.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.০২.২০২৬ থেকে ১৭.০২.২০২৬ ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে কল করুন। নিবন্ধন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে support.ebkray@psballiance.com এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https//baanknet.com দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd. এর সাথে যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
https//baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী দেবজ্যোতি দাস, (শাখা ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার) (মোবাইল ৯৯০৩১১০৬০১)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০২.০২.২০২৬ স্থান- কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার,ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পঞ্চানন্দপুর পঞ্চায়েতে কংগ্রেসে ভাঙন, চার জনপ্রতিনিধির তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মৌসুম নূর জেলা কংগ্রেসে যোগদান করতেই বড়সড় ভাঙন ধরালো তৃণমূল। এবারে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের পঞ্চানন্দপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের চার জনপ্রতিনিধির তৃণমূলে যোগদান করলেন। রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি কেন্দ্রের তৃণমূল দলের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের হাত ধরেই ওই চারজন কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি শতাধিক কর্মী নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। রবিবার দুপুরে কালিয়াচক ২ ব্লকের অন্তর্গত মোথাবাড়ি কেন্দ্রের পঞ্চানন্দপুর এলাকার দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূলের এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই জেলা কংগ্রেসের একাংশের নেতৃত্বে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেয় তৃণমূলে যোগদানকারী ওই চার পঞ্চায়েত সদস্য। তাঁরা বলেন, 'কংগ্রেসের যখন বিপদের সময় ছিল, তখন ওনাকে দেখা যায় নি। এখন এই দলে থেকে সুবিধা পেতেই কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। আর এখন জেলা নেতৃত্ব ওই নেত্রীকে নিয়ে মাতামাতি করছে। অথচ আমরা দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেস দল করে মাঠে ময়দানে কাজ করছি। কোনরকম যোগ্য মর্যাদা আমাদের দেওয়া হয় নি।' তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন দেখেই তৃণমূলে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করার কথা জানিয়েছেন কংগ্রেস দল ছেড়ে আসা ওই চার পঞ্চায়েত সদস্য সহ শতাধিক কর্মীরা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চানন্দপুর

১ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন সংখ্যা ১৪টি। এর মধ্যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ১০টি আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রধান গঠন করেছিল। অন্যদিকে, তৃণমূলের দখলে ছিল ৪টি আসন। কিন্তু বোর্ড গঠনের আড়াই বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এদিন চারজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করায় রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় বদল ঘটার সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন তৃণমূলে যোগ দেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মইদা বিবি, তাসলিমা খাতুন, তাহেরা খাতুন ও সাহেব আলি। তাঁরা বলেন, 'কিছুদিন আগে তৃণমূল ছেড়ে মৌসম নূর কংগ্রেসের যোগদান করেছেন। দল তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করছে। এতদিন উনি ওই দলে থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে পুনরায় কংগ্রেসে ফিরলেন। অথচ আমরা তৃণমূল স্তরে ময়দানে কাজ করছি। মানুষের সমস্যার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছি। কিন্তু দলের জনপ্রতিনিধি হয়েও আমাদের সমস্যার বিষয়ে কোনরকম মাথা ব্যাথা নেই জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের। শুধু তাই নয়, দলের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করলেও সামান্য মর্যাদাটুকু মিলছে না। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জন্য যেভাবে উন্নয়ন করে চলেছেন, সেটাও আমাদের অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। তাই এদিন মন্ত্রীর হাত ধরেই শতাধিক কর্মী নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেছি।'

রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১০টিতেই তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে। শুধুমাত্র একটি গ্রাম পঞ্চানন্দপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতটি কংগ্রেসের ছিল। কংগ্রেস দলের ওই চারজন জনপ্রতিনিধি যোগদান করায় সেটাও ভেঙে গেল। এখন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থার মাধ্যমেই তৃণমূল দখল নেবে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'মালদার একজন নেত্রী দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই তৃণমূল দল করে সমস্ত সুবিধা নিয়েছেন। আর স্বার্থ ফুরোতেই এখন উনি কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে যে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন তা ভোলার নয়। কাজেই এরকম সুবিধাভোগী নেতা-নেত্রীদের দলে থাকার থেকে না থাকাই ভালোই।' কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদা সাংসদ ঈসা খান চৌধুরী জানিয়েছেন, 'কংগ্রেসের মাটি শক্ত হতেই এখন তৃণমূল ঘাবড়ে যাচ্ছে। তাই ওরা আবোল তাবোল বকছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের কারা তৃণমূলে যোগদান করেছেন বলতে পারব না। তবে এবারে বিধানসভা নির্বাচনে মালদার কংগ্রেসের ফলাফল অত্যন্ত ভালো হবে।'

আজ থেকে শুরু মাধ্যমিক

দক্ষিণ দিনাজপুরে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নিতে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এই পরীক্ষায় এবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মোট পরীক্ষার্থী ২২,৬৯৮ জন। সদ্য কৈশোরের গণ্ডিতে পৌঁছানো ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এটাই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। স্বাভাবিকভাবে টেনশন থাকবেই। অন্যদিকে, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করা প্রশাসনের কাছেও একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। তাই আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে করার লক্ষ্যে বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারীকদের নিয়ে। বৈঠকে বিদ্যালয় পরিদর্শকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগ ও বিদ্যুত বিভাগের আধিকারীকরা। ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার

প্রস্তুতি নিয়ে ইতিমধ্যে জেলায় বৈঠক করে গিয়েছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্র করা হয়েছে ৫৩টি। এরমধ্যে মূল কেন্দ্র করা হয়েছে ১১টি এবং সাব-ভেনু করা হয়েছে ৪২টি। জেলায় এবারের মোট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী (নিয়মিত এবং অনিয়মিত মিলিয়ে) ২২,৬৯৮ জন। এর মধ্যে মোট ছাএ ১০২৭৬ জন এবং ছাত্রী ১২৪২২ জন। পরীক্ষার ক'দিন ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সঠিক সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে তার জন্য যানজট রুখতে কড়া নজর রাখবে পুলিশ। পরীক্ষা কেন্দ্র গুলিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট যাতে না হয়, সে বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষা কেন্দ্র গুলিতে পর্যাপ্ত পানীয় জল, ঔষধের ব্যবস্থা থাকবে বলেই জানাগেছে। এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজয় কৃষ্ণ মহন্ত বলেন, 'সুষ্ঠুভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষার সম্পন্ন করতে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে প্রশাসনের তরফে।' এ বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আহ্বায়ক উত্তম মার্ডি বলেন, 'পরীক্ষার নিয়মাবলীতে এবার বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। গত বছরের নিয়মগুলোই বহাল থাকছে। আশা করছি বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবছরও জেলায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন হবে।'

পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে হাটজান বাজার রেল ওভার ব্রিজ খোলার জন্য পুনরায় রেল কর্তৃপক্ষের কাছে রবিবার বিকেলে ডেপুটেশন দিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

কামারপুকুরে বিজেপির পতাকা পোড়ানো-কাণ্ডে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাটের কামারপুকুর এলাকায় বিজেপির দলীয়পতাকা ছিঁড়েপুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল গোটা এলাকাজুড়ে। ঘটনায় তোলপাড় গোঘাট রাজনীতিতে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিশ এফআইআর দায়ের করে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের নাম শৈলেন সামন্ত। গোঘাট থানায় বিজেপির মহিলা কর্মী দোলন দাস লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত তদন্ত শুরু করে গোঘাট থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রবিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ঘটনাকে ঘিরে বিজেপি নেতৃত্ব সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছে। বিজেপির মহিলা নেত্রী দোলন দাস বলেন, 'এটা সম্পূর্ণভাবে তৃণমূলের পরিকল্পিত চক্রান্ত। অভিযুক্তকে মদ খাইয়ে রাতের অন্ধকারে বেছে বেছে বিজেপির পতাকা পোড়ানো হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, আশপাশে থাকা তৃণমূলের কোনও পতাকার কোনও ক্ষতি হয়নি।' তিনি আরও দাবি করেন, 'এর আগেও গোঘাট রেল স্টেশন যাওয়ার রাস্তার দুই ধারে লাগানো বিজেপির পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখনও আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলাম। এই ধরনের ঘটনা যদি বারবার ঘটে, তাহলে বিজেপি বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।' গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিগার বলেন, 'তৃণমূলের এই ধরনের কালচার নয়। কামারপুকুর এলাকায় বিজেপি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। কোনও কর্মসূচি করতে পারছে না। প্রচারের আলোয় থাকতে বিজেপি নিজেই এই কাজ করছে।' অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোঘাট জুড়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ। পরিস্থিতি যাতে আর উত্তপ্ত না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সবমিলিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে গোঘাটে এই ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে এবার পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াল পরিবহণ সংগঠন। আর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে নিত্যযাত্রীরা। জানা গিয়েছে, বছর খানেক আগে উলুবেড়িয়া শহর থেকে গাদিয়াড়া পর্যন্ত রুটে বাস চলাচল শুরু হয়। প্রায় ৪০ কিমি এই যাত্রাপথে বেশ কয়েকটি স্কুল রয়েছে যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সেন্টারে যাওয়া আসার জন্য কোনও ভাড়া বহন করতে হবে না। আর এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন এই রুটের বাস মালিকরা। শুধু এডমিড দেখালেই হবে। ইতিমধ্যেই নোটিস আকারে রুটে চলা বাসে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। বাস মালিকদের সংগঠন গাদিয়াড়া উলুবেড়িয়া প্রাইভেট বাস এসোসিয়েশনের সম্পাদক জয়ন্ত মণ্ডল ও উৎপল পাড়িয়া জানান, 'ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।' কয়েকদিন আগে থেকেই এই রুটের বাসগুলির ভিতরে নোটিস আকারে সেঁটে দেয় মালিকরা।

ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনের পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব নেবে সিএবি: সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনের পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব নেবে সিএবি। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনের পরিকাঠামো দেখে খুশি হয়ে স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুম-সহ সমস্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা করলেন সিএবি'র সভাপতি ও প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানান, 'এই স্টেডিয়ামে নিয়মিতভাবে সিএবি-র পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।' দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের উদ্যোগে আয়োজিত স্পোর্টস কার্নিভালের শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর এই ঘোষণায় খুশি দুর্গাপুরের ক্রীড়া মহল ও প্রশাসন। দুর্গাপুর পুরসভার মুখ্য প্রশাসক অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলার মহারাজের এই ঘোষণা দুর্গাপুরবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের।'

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত এক দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: গুলি ভর্তি বন্দুক-সহ গ্রেপ্তার এক দুষ্কৃতী। শনিবার রাতে হাবড়া থানার পুলিশ রাউতারা পঞ্চায়েতের ধাবধারা ব্রিজ এলাকায় পুলিশ নাকা চেকিং করার সময়। এক ব্যক্তি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তল্লাশি চালালে তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি পাইপ গান ও এক রাউন্ড কার্তুজ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত দুষ্কৃতীর নাম সুরজিৎ দাস। বাড়ি বারাসাত থানার রামকৃষ্ণপুর এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দুষ্কৃতীমূলক কাজের জন্যই ঘোরা ঘুরি করছিল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে রবিবার বারাসাত আদালতে পাঠানো হয় বারাসাত আদালতে।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ১০টি অস্থায়ী দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শনিবার গভীর রাতে শিল্পাঞ্চল যখন শীতঘুমে, ঠিক সেই সময়ই জামুড়িয়ার বোগড়া চটি এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একাধিক অস্থায়ী দোকান ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুড়িয়া থানার শ্রীপুর ফাঁড়ির পুলিশ, পরে দমকলকে খবর দেওয়া হলে রানিগঞ্জ দমকল বিভাগ থেকে দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘণ্টার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা যায়, অগ্নিকাণ্ডের জেরে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা অস্থায়ী ১১টি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে এছাড়াও সেই মুহূর্তে পুরো এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে পড়েছিল। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, 'আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ঠিক সেই সময় আমার সহধর্মিনী আমাকে জানাই যে আগুন জ্বলছে রাস্তার পাশে। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে এসে দেখি জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত অস্থায়ী ৮ থেকে ১০ টি দোকান দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমার প্রাথমিক অনুমান শর্ট-সার্কিটের কারণেই এই আগুন। তবে কেউ শত্রুতা করেও এই ঘটনা ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তবে দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, কি কারণে এই অগ্নিকাণ্ড? পুরো ঘটনার তদন্তে পুলিশ ও দমকল অধিকারীরা।

এসআইআরের প্রতিবাদ সভা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এসআইআরের নামে হয়রান করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই অভিযোগে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি রবিবার বিকালে পানাগড়ের রেলপারে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূলের কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই সভায় এদিন উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত, কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবদাস বক্সি, জেলার সহ সভাপতি আইনুল হক, ব্লকের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার, হিন্দি প্রকোস্ট সংগঠনের ব্লক সভাপতি কুলদীপ সিং সহ তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মী, সমর্থকরা ও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। পাশাপাশি আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তৃণমূলের কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠনের পক্ষ থেকে যে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় এদিন।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের কিষাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য জানিয়েছেন,

'এসআইআর-এর নামে নিত্য দিন দেখা যায় শয়ে শয়ে মানুষ বিডিও অফিসে লাইন দিচ্ছেন। কারণ তাঁদের নামে বা কারোর বয়সে মিল খুঁজে পাচ্ছে না নির্বাচন কমিশন। রোজ নানা অজুহাত দেখিয়ে মানুষকে হয়রান করছে। ছাড় পাচ্ছে না বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও। এরই প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস সোচ্চার হয়েছে।'

রবিবার সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে বোলপুর নেতাজি ক্লাব প্রাঙ্গনে কবি সুকান্তের জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত হল চিত্র, অঙ্কন প্রতিযোগিতা।

ফুরফুরায় পীর হাবিবুর সিদ্দিকির ইসালে সওয়াব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার ফুরফুরা দরবার শরীফে বাৎসরিক একটি দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। পীরজাদা হযরত ছোট হুজুরের সুযোগ্য সন্তান পীর হাবিবুর রহমান সিদ্দিকির স্মরণে এই সভা ফি বছরে পালিত হয়। আয়োজক ছিলেন পীরজাদা তাহবিব সিদ্দিকি ও পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি। জেকেরের মজলিস পরিচালনা করেন পীর মাওলানা ইউনুস সিদ্দিকি। সভায় উপস্থিত ছিলেন পীর ওমর সিদ্দিকি, পীরজাদা তাহের সিদ্দিকি, পীরজাদা হাফেজ মোস্তফা সিদ্দিকি, পীরজাদা এহিয়া সিদ্দিকি, পীরজাদা নুরুল্লাহ সিদ্দিকি, পীরজাদা এহিয়া সিদ্দিকি ও পীরজাদা সৈয়দ ইমাদ উদ্দিন হোসায়েন। এদিন প্রয়াত পীর সাহেবের সামগ্রিক কর্ম জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, 'পীরসাহেব ছিলেন সৎ ন্যায়পরায়ণ আদরশবাদী। সত্য ও হকের পক্ষে কথা বলতে পিছুপা হতেন না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন করতেন। ইনসাফের জন্য পথে নেমে তিনি সংগ্রাম করতেন। যখন পবিত্র কুরআন শরীফকে নিষিদ্ধ করা হয়, তখন পীর সাহেবের প্রতিবাদ আন্দোলন মানুষের মনে দাগ কেটেছিল। বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। মোজাদ্দেদে যামান হযরত পীর দাদা হুজুরের পৌত্র হওয়ার দরুন তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল প্রবল। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তিনি সমাজে শিক্ষার আলো বিলিয়ে দিয়েছিলেন। পীর সাহেবের যোগ্য সন্তান পীরজাদা তাহবিব সিদ্দিকি ও পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি সেই কাজ করে যাচ্ছেন। সভায় আখেরি দোয়া করেন পীর ইব্রাহিম সিদ্দিকি।' সমগ্র মানবজাতির কল্যানের জন্য তিনি দোয়া করে বলেন, 'বর্তমান নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষকে যেভাবে হয়রানি করছেন তার জন্য মোক্ষম জনমত গঠন করা জরুরি।'

ভীম মেলা ও মোরগ লড়াই

গোঘাটে লোকসংস্কৃতির ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাটে ভীম মেলাকে ঘিরে আবারও চোখে পড়ল বহু প্রাচীন এক লোকাচার, মোরগ লড়াই। ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারায় ভীমের পুজোপাঠ ও তাঁকে কেন্দ্র করে এই মেলার প্রচলন বহু যুগ ধরে চলে আসছে। সময় বদলালেও, মেলার বড় আকর্ষণ হিসেবে আজও টিকে রয়েছে মোরগ লড়াই, বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে।

লোককথা ও স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, মহাভারতের বীর ভীম শক্তি, সাহস ও পুরুষত্বের প্রতীক। সেই শক্তির প্রতিফলন হিসেবেই একসময় গ্রামীণ সমাজে পশুপাখির লড়াইকে দেখা হত সাহস ও সক্ষমতার প্রতীক হিসেবে। ইতিহাসবিদদের মতে, বাংলার জঙ্গলমহল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়েকশো বছর ধরেই উৎসব ও মেলাকে কেন্দ্র করে এই ধরনের লড়াইয়ের প্রচলন ছিল। ভীম মেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা রাম মুর্মু জানান, 'আমরা ছোটবেলা থেকেই ভীম মেলার সঙ্গে মোরগ লড়াই

দেখে আসছি। তখন এটা ছিল উৎসবের অঙ্গ, মানুষ আনন্দ করত, মিলেমিশে থাকত। তখনকার দিনে এটাকে অন্য চোখে দেখা হত।' আর এক প্রবীণ চঞ্চল ঘোষ বলেন, 'এই মেলার সঙ্গে এলাকার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। মোরগ লড়াই শুধু লড়াই নয়, এটা একটা সামাজিক জমায়েতও ছিল। তবে এখন সময় বদলেছে, ভাবনাও বদলাচ্ছে।' অন্যদিকে, এলাকার যুবসমাজের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে দ্বিধাও রয়েছে। স্থানীয় যুবক রনি মল্লিক বলেন, 'আমরা ঐতিহ্যকে সম্মান করি, কিন্তু বর্তমান সময়ে এই খেলা আর বেশি দেখাই যায় না।' উল্লেখ্য, বর্তমানে আইন ও পশু কল্যাণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে মোরগ লড়াই নিয়ে প্রশাসনের কড়া নজরদারি রয়েছে। তবুও সংস্কৃতি ও অভ্যাসের টানে কোথাও কোথাও এই প্রথা এখনও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সবমিলিয়ে ভীম মেলায় তাই আজ এক দ্বিমুখী বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে। একদিকে শতাব্দী প্রাচীন লোকসংস্কৃতি ও স্মৃতির টান, অন্যদিকে আধুনিক সমাজের নৈতিকতা ও আইনি সচেতনতা। গোঘাটের ভীম মেলা সেই টানাপোড়েনেরই জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে।

প্রযুক্তি বদলে দিল স্কুলের দৈনন্দিন ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে গেল কেশিয়াপাতা জি.এম হাইস্কুলের দৈনন্দিন চিত্র। স্কুলের প্রার্থনা থেকে টিফিন ও ছুটি সবই চলছে ডিজিটাল ঘোষণায়। সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের এই উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে প্রযুক্তির ব্যবহারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে স্বয়ংক্রিয় ঘণ্টা ও অ্যানাউন্সমেন্ট ব্যবস্থা। যার ফলে বিদ্যালয়ের প্রার্থনা, প্রতিটি পিরিয়ড, টিফিন টাইম ও পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের মিড ডে মিল গ্রহণের বার্তা এবং ছুটির সময়, সবকিছুই এখন নির্দিষ্ট সময়ে ডিজিটালভাবে ঘোষণা হচ্ছে। প্রতিদিনের মতোই সকালবেলায়

খুলে যাচ্ছে বিদ্যালয়ের ফটক। আগের মতো ঘণ্টা বাজানোর তাড়াহুড়ো নেই, নেই হাতে ধরে কোন বার্তা ঘোষণা করার ব্যস্ততাও। নির্ধারিত সময়ে আপনা থেকেই বেজে উঠছে ঘণ্টা, সঙ্গে ভেসে আসছে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট অ্যানাউন্সমেন্ট। ফলে বিদ্যালয়ের কাজকর্মে যেমন এসেছে শৃঙ্খলা, তেমনই কমেছে শিক্ষকদের বাড়তি চাপ। এই অভিনব উদ্যোগের নেপথ্যে রয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নকুল বেরার প্রাক্তন ছাত্র সুরজিৎ মাইতি। বর্তমানে তিনি সবংয়ের ভেমুয়া অটল বিহারী উচ্চ বিদ্যালয়ের জীবন বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক। নিজের প্রিয় স্যার ও বিদ্যালয়ের জন্য কিছু করার তাগিদ থেকেই তিনি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে নিজের ভাবনাকে যুক্ত করে তৈরি করেন এই ব্যবস্থা। অ্যানাউন্সমেন্ট অংশের জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর ছাত্রী অত্যর্মিলা চক্রবর্তীর সুরেলা কণ্ঠস্বর। সুরজিৎ মাইতি জন্ম থেকেই ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। তবুও এক চোখে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদেশি ডিভাইস 'ভিশন এনহ্যান্স সিস্টেম' এবং মোবাইলের ভয়েস-টু-টাইপ অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে তিনি পড়াশোনা ও গবেষণার পাশাপাশি নিয়মিত নানা উদ্ভাবনী কাজ করে চলেছেন।

এই উদ্যোগে খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নকুল বেরা জানান, 'প্রাক্তন ছাত্রের এই সাফল্যে আমরা গর্বিত। এই প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের কাজকর্ম আরও সহজ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে।' স্বয়ংক্রিয় ঘণ্টাধ্বনি ব্যবস্থার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকাতেও। নির্দিষ্ট সময়ে ঘোষণা শোনা যাওয়ায় অভিভাবকেরা জানতে পারছেন বিদ্যালয়ে ক্লাস চলছে কি না। ফলে কিছু পড়ুয়ার স্কুল পালিয়ে মিথ্যা অজুহাত দেওয়ার প্রবণতাও অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন অভিভাবকগণ ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্যরা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব স্থাপন, জোর সার্বিক শিক্ষায়

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এখন অর্থ উপার্জনের নতুন পথ। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যাতে ভিডিও, পডকাস্ট এবং গ্রাফিক্সের মতো ডিজিটাল মিডিয়া কন্টেন্ট তৈরিতেও দক্ষ হয়ে ওঠে, সেদিকেও নজর দেওয়ার কথা ভাবছে সরকার। তাই ক্যামেরা, সফটওয়্যার-সহ নানা প্রযুক্তির সাহায্য পড়ুয়ারা যাতে সৃজনশীল কাজ করতে পারে, তার প্রাথমিক পাঠ দিতেই স্কুলে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব চালু করার পরিকল্পনা সরকারের। এদিন বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ঘোষণা করেছেন, মুম্বইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি-র সহায়তায় ভারতের ১৫ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৫০০ কলেজে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব খোলা হবে।

নির্মলা বলেন, এই উদ্যোগটি মূলত 'অরেঞ্জ ইকোনমি' বা সৃজনশীল শিল্পক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি-র সহযোগিতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির দক্ষতা বাড়ানো, অ্যানিমেশন, গেমিং, ভিএফএক্স ও কমিক্স শিল্পে ক্রমবর্ধমান দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই লক্ষ্য।

এই বাজেটে দেশে সার্বিক শিক্ষার উপরও জোর দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। সংসদে বাজেট পেশের সময় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান যে, দেশজুড়ে ১৬ হাজার নতুন সেকেন্ডারি স্কুল তৈরি হবে। এর পরেই তিনি জানান যে, দেশের সব রাজ্যের প্রতি জেলায় একটি করে মহিলাদের হস্টেল তৈরি করা হবে। সারা দেশে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ তৈরি হবে বলে জানালেন অর্থমন্ত্রী। এর মধ্যে থাকবে গবেষণাকেন্দ্রও।

প্রতিরক্ষায় বাজেট বাড়ল ১৫ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: দেশের প্রতিরক্ষা খাতে বাড়তি ১ লক্ষ ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ভারতে প্রতিরক্ষা বাজেটের অঙ্ক হবে ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার কোটি টাকা।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা খাতে ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০২০-২৪ অর্থবর্ষের তুলনায় বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৫৩ শতাংশ। এ বার বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৫.৩ শতাংশ। এ বারের বাজেটে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২ লক্ষ ১৯ হাজার কোটি টাকা দেওয়া। গত অর্থবর্ষের তুলনায় ২১ শতাংশেরও বেশি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'আত্মনির্ভর ভারত' এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগান অনুসরণ করে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে দেশীয় প্রযুক্তিতে সমরাস্ত্র উৎপাদনে। অর্থমন্ত্রীর পেশ করা বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ১১ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ছিল জিডিপির ৮ শতাংশ।

বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনীর তিন শাখায় (স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনা) ব্যবহৃত অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামের ৬৫ শতাংশ দেশে তৈরি হয়। আমদানিতে নির্ভরতা কমিয়ে আগামী দিনে তা আরও বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। এই উদ্দেশ্যে বিমান এবং বিমান ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য ৬৩৭৩৩ কোটি টাকা পৃথক বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে।

৭টি উচ্চগতির রেল করিডর, বাজেটের প্রশংসা রেলমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: বাজেটে ৭টি উচ্চগতির রেল করিডর তৈরির প্রস্তাব দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেন, 'পরিবেশগতভাবে সুস্থায়ী যাত্রী ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য, আমরা শহরগুলির মধ্যে ৭টি উচ্চ-গতির রেল করিডোর তৈরি করব, যা বৃদ্ধির সংযোগকারী হিসেবে কাজ করবে মুম্বই থেকে পুনে, পুনে থেকে হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ থেকে চেন্নাই, চেন্নাই থেকে বেঙ্গালুরু, দিল্লি থেকে বারাণসী, বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি।'

এদিন বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, বাজেটে উৎপাদনের উপর ব্যাপক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। বৈষ্ণব বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দেশের সর্বাত্মক উন্নয়ন এবং বিকশিত ভারতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। আমি তাদের এর জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজকের বাজেটে, উৎপাদনের উপর ব্যাপক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। তা ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন হোক বা সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন হোক বা আইটি পরিষেবা- একটি দুর্দান্ত সরলীকরণ হয়েছে। আগামী সময়ে, ডেটা সেন্টারগুলি দেশের জন্য একটি বিশাল শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হবে। এটি বিশ্বের জন্য নতুন পরিষেবা এবং ভারতের জন্য নতুন কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হওয়ার পথ খুলে দেবে। কমলা অর্থনীতিতে ২০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। রেলের জন্য, ৭টি নতুন হাই-স্পিড করিডর তৈরি করা হবে এবং চেন্নাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদের একটি দক্ষিণ ত্রিভুজ তৈরি করা হবে।'

সংকট-মুক্তির পথ নেই, তির রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: দেশের প্রকৃত সংকটগুলির থেকে মুক্তির কোনও পথ কেন্দ্রীয় বাজেটে নেই বলে সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি বলেছেন, যুবসমাজের হাতে চাকরি নেই, শিল্পে উৎপাদন কমছে, বিনিয়োগ কমছে, গৃহস্থের সঞ্চয় তলানিতে, কৃষকেরা সংকটে। অথচ, সেই সব বিষয়ই বাজেটে উপেক্ষিত। দেশের প্রকৃত সংকটগুলির দিকে তাকায়নি এই বাজেট। সংকট থেকে মুক্তির পথও নেই।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে বলেন, মোদী সরকারের নতুন ধারণা ফুরিয়ে গেছে। এটি দরিদ্রদের জন্য কিছুই দেয় না। তারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনও সমাধান, ইতিবাচক পরামর্শ বা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ উপস্থাপন করেনি। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ইঙ্গিত দেয় যে, বাণিজ্য অনিশ্চয়তা ভারতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, তবুও একইভাবে, টাকার পতনশীল মূল্য মোকাবিলা করার জন্য তাদের কোনও পরিকল্পনা নেই।

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক বাজেট: নবীন

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটকে ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্নের প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নবীন বলেন, এই বাজেট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি জনগণের গভীর আস্থার প্রমাণ। তাঁর মতে, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর মূলমন্ত্র মেনেই এই বাজেটে সমাজের সব স্তরের মানুষের কল্যাণের কথা ভাবা হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে এটি একটি যুব-কেন্দ্রিক বাজেট।

বাজেটে কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন খাতের ওপর গুরুত্ব আরোপের প্রশংসা করে তিনি জানান, ইলেকট্রনিক্স, সেমিকন্ডাক্টর এবং বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ ভারতকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের জন্য ৪০ হাজার কোটি টাকা এবং বায়োফার্মা শিল্পের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ এই লক্ষ্যকে আরও ত্বরান্বিত করবে। এছাড়া গ্রাম স্বরাজ উদ্যোগের মাধ্যমে খাদি এবং গ্রামীণ শিল্পকে বিশ্ব বাজারে পৌঁছে দেওয়া, ২০টি নতুন জলপথ তৈরি এবং বারাণসী ও পাটনায় জাহাজ মেরামতির ব্যবস্থা করার মতো পদক্ষেপগুলো দেশের পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আনবে। তিনি এও বলেন, এই বাজেট দরিদ্র, কৃষক, নারী ও যুবক;সকলের উন্নতির মাধ্যমে ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্য অর্জনে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে।

বাজেটে গান্ধিজি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: নবমবার বাজেট পেশের সময়ে 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধির নামে বস্ত্র প্রকল্পের প্রস্তাব দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। প্রস্তাবিত বস্ত্র প্রকল্পটির নাম, 'মহাত্মা গান্ধি গ্রাম স্বরাজ প্রকল্প'। খাদি শিল্পের উন্নয়নের জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন নির্মলা সীতারমন। নির্মলা সিল্ক, উল ও জুটের জন্য ন্যাশনাল ফাইবার স্কিম আনার প্রস্তাব রাখেন বাজেটে। ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ও হ্যান্ডিক্রাফট প্রোগ্রামে পোশাক শিল্পীদের সাহায্যের প্রস্তাব দেন। মেগা টেক্সটাইল পাথ তৈরি হবে বলেও জানান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

গাড়ি দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের টাকায় কর নয়

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: গাড়ি দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের টাকা পেতে আর কোনও কর দিতে হবে না। রবিবার কেন্দ্রীয় বাজেটে গাড়ি দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণকে করমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আগামী ১ এপ্রিল (নতুন অর্থবর্ষ) থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। ১৯৮৮ সালের মোটর ভেহিকেল আইন অনুসারে, গাড়ি দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হলে ট্রাইবুন্যাল পরিবারের কাছে ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। গাড়ি দুর্ঘটনায় কারও অঙ্গহানি বা কোনও প্রত্যঙ্গ স্থায়ী ভাবে বিকল হয়ে গেলেও ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিতে পারে ট্রাইবুন্যাল। তবে এই ক্ষতিপূরণের টাকাকে 'আয়' হিসাবে বিবেচনা করা যায় কি না, তা নিয়ে অতীতে দীর্ঘ আলোচনা চলেছে। এত দিন এই ক্ষতিপূরণের টাকা পুরোপুরি করমুক্ত ছিল না।

ময়দান

অজি ওপেনেও আলকা-রাজ

মেলবোর্ন, ১ ফেব্রুয়ারি: পিছিয়ে পড়েও কামব্যাক। স্বপ্নের ফর্মে কার্লোস আলকারাজ। অস্ট্রেলীয় ওপেনেও রাজত্ব স্প্যানিশ তারকার। রড লেভার এরেনায় নোভাক জোকোভিচ প্রথম সেট জিতে যে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা ভেঙে দিলেন আলকারাজ। জোকারকে ২-৬, ৬-২, ৬-৩, ৭-৫ ব্যবধানে হারিয়ে মাত্র ২২ বছর বয়সেই কেরিয়ার গ্র্যান্ড স্ল্যামের মুকুট উঠল আলকারাজের মাথায়। সর্বকনিষ্ঠ টেনিস প্লেয়ার হিসেবে এই নজির গড়লেন তিনি।

রবিবার প্রথম সেটের লড়াই দেখে মনে হয়েছিল, যেন পুরনো দিনের 'জোকার'। যে অস্ট্রেলীয় ওপেন তিনি ১০ বার জিতেছিলেন। প্রথম সেটে ৬-২ ব্যবধানে জেতেন ৩৮ বছরের জোকোভিচ। কিন্তু আলকারাজ দেখালেন তিনি কেন এখন টেনিস বিশ্বের এক নম্বর। ম্যাচ যত গড়াল, তত ক্লান্ত দেখাল জোকোভিচকে। শেষবেলায় খেতাব হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে ওঠেন জোকোভিচ।

সঞ্জু না ঈশান, কে খেলবেন বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে?

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হঠাৎই বদলে গেল ভারতের উইকেটকিপিংয়ের চিত্র। সঞ্জু স্যামসনের বদলে গ্লাভস হাতে নামলেন ঈশান কিশন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠল; বিশ্বকাপের আগে কি তবে সঞ্জুর জন্য দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? টিম ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে জল্পনা আরও উসকে দেয় ঈশানের বিধ্বংসী ব্যাটিং ফর্ম। তবে ম্যাচের পর সমস্ত জল্পনায় জল ঢাললেন ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

সূর্য স্পষ্ট করে জানান, এই সিদ্ধান্ত কোনও ভাবেই হঠাৎ নেওয়া নয়। সিরিজ শুরু হওয়ার আগেই ঠিক করা ছিল, প্রথম তিনটি ম্যাচে সঞ্জু স্যামসন উইকেটকিপিং করবেন এবং শেষ দু'টি ম্যাচে দায়িত্ব পাবেন ঈশান কিশন। তিলক বর্মা না থাকায় শুরু থেকেই দলে দু'জন কিপার খেলানো হচ্ছিল। আগের ম্যাচে চোটের কারণে ঈশান খেলতে না পারায় পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তন হলেও, শেষ ম্যাচে তাঁর কিপিং করা আগে থেকেই স্থির ছিল বলে জানান অধিনায়ক।

তবে বাস্তব ছবিটা দেখলে সঞ্জুর জন্য পরিস্থিতি যে মোটেও স্বস্তির নয়, তা অস্বীকার করা যায় না। এই সিরিজে সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন কেরলের এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। পাঁচ ম্যাচে মাত্র ৪৬ রান, গড় ৯.২০; এই পরিসংখ্যান বিশ্বকাপের ঠিক আগে কোনও ভাবেই আত্মবিশ্বাস জোগানোর মতো নয়। বিশেষ করে যখন দলে জায়গার জন্য সরাসরি লড়াই হচ্ছে ঈশানের মতো আগ্রাসী ব্যাটারের সঙ্গে।

অন্য দিকে, তিলক বর্মার অনুপস্থিতিতে টপ-অর্ডারে সুযোগ পেয়ে কার্যত ঝড় তুলেছেন ঈশান কিশন। ২৩১.১৮ স্ট্রাইক রেটে ২১৫ রান, গড় ৫৩.৭৫; এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে কেন তাঁকে নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট এতটা আত্মবিশ্বাসী। অনেকেই মনে করছেন, ঈশানের এই বিধ্বংসী ফর্মই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে তাঁকে এগিয়ে রাখবে। যদিও উইকেটকিপিংয়ে ঈশান পুরোপুরি নিখুঁত ছিলেন না। একাধিক সুযোগ হাতছাড়া করেছেন তিনি, যা ভবিষ্যতে তাঁর জন্য চিন্তার কারণ হতে পারে।

বিশ্বকাপের আগে দলের জন্য স্বস্তির খবরও দিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। চোট সারিয়ে তিলক বর্মা দ্রুতই মাঠে ফিরছেন বলে জানান তিনি। ২ এবং ৪ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচেই তিলক খেলবেন। অধিনায়ক জানান, ইতিমধ্যেই তিলক ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং শুরু করেছেন এবং তাঁর ফিটনেস নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী। ওয়াশিংটন সুন্দরকে নিয়েও ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন সূর্য। চোট কাটিয়ে তিনিও ব্যাটিং ও বোলিং শুরু করেছেন। তাঁর আত্মবিশ্বাসী মানসিকতা দেখে শীঘ্রই দলে ফেরার আশা করছেন ভারত অধিনায়ক।

সব মিলিয়ে, বিশ্বকাপের ঠিক আগে ভারতীয় দলে প্রতিযোগিতা তুঙ্গে। সঞ্জু স্যামসনের জন্য সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, আর ঈশান কিশন নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে ক্রমশই দাবি জোরালো করছেন। শেষ পর্যন্ত কার দিকে ঝুঁকবে টিম ম্যানেজমেন্ট; তার উত্তর দেবে আসন্ন প্রস্তুতি ম্যাচ এবং বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ।

বিশ্বকাপে খেলবে পাকিস্তান, কিন্তু রাজনৈতিক নির্দেশে ভারত ম্যাচ বয়কট!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন করে বিতর্কে জড়াল পাকিস্তান ক্রিকেট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে বলে আনুষ্ঠানিকভাবে শিলমোহর দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। কিন্তু একই সঙ্গে পাক সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে না পাকিস্তান। ফলে পুরো টুর্নামেন্টে অংশ নিলেও নির্দিষ্ট একটি ম্যাচ বয়কট করার 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতি নিয়েছে তারা।

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার পর থেকেই জল্পনা চলছিল, পাকিস্তানও কি একই পথে হাঁটবে? কিন্তু পুরো বিশ্বকাপ বয়কট করার সাহস বা ক্ষমতা পাকিস্তানের নেই। কারণ আইসিসি ইভেন্ট সম্পূর্ণভাবে বয়কট করলে কড়া নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হবে বাবর আজমদের। সেই কারণেই গোটা বিশ্বকাপ নয়, শুধুমাত্র ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তে এসেছে পিসিবি। পাক বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি দাবি করেছেন, বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া অন্যায়। আইসিসি-র ভোটাভুটিতেও নাকি বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান।

১৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কায় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা। কিন্তু সেই ম্যাচ খেলতেই রাজি নয় পাকিস্তান। বাইশ গজের লড়াইয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে সলমন আলি আঘার নেতৃত্বাধীন দল। সূর্যকুমার যাদবদের বিরুদ্ধে পাক দলের পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো নয়। বিশ্বকাপে সেই ব্যর্থতা আরও প্রকট হতে পারে;এই আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে পাক শিবিরের দাবি, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ না খেলার কারণ ক্রিকেটীয় নয়, পুরোপুরি রাজনৈতিক।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে;যদি ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় হয় এবং বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আইসিসি নেয়, তাহলে আলাদা করে ভারতের ভূমিকা কোথায়? ফলে পাকিস্তান বোর্ড ও সরকারের এই অবস্থানকে অনেকেই 'স্টান্টবাজি' বলেই দেখছেন। কারণ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস ও আমেরিকার মতো তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলবে পাকিস্তান। সেই দুটি ম্যাচ জিতলে পরের রাউন্ডে ওঠার সম্ভাবনাও তৈরি হবে।

তবে পুরো বিশ্বকাপ বয়কট না করার পেছনে আসল কারণ ভয়। আইসিসি নিষেধাজ্ঞা চাপালে কার্যত একঘরে হয়ে পড়বে পাক ক্রিকেট। দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে কেউ পাকিস্তানে যাবে না, পাকিস্তানও বাইরে খেলতে পারবে না। বাদ পড়তে পারে এশিয়া কাপ থেকেও। 'এনওসি' না থাকায় পাকিস্তান সুপার লিগে বিদেশি ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে পাক ক্রিকেটের আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়ার আশঙ্কা প্রবল। তবুও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আইসিসি-র শাস্তির খড়্গ পাকিস্তানের মাথার উপর ঝুলেই আছে।

বয়কটের ঘোষণার পরই ধাক্কা, পাকিস্তানকে হারিয়ে আন্ডার-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের ছোটরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের সিনিয়র ক্রিকেট দল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে না;এই ঘোষণা সদ্য করেছে পাকিস্তান সরকার। সেই ঘোষণার রেশ কাটতে না কাটতেই মাঠে তার জবাব দিল ভারতের জুনিয়াররা। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ৫৮ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠে গেল টিম ইন্ডিয়া। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে ম্যাচের সেরা হন কণিষ্ক চৌহান।

এই ম্যাচটি ছিল সেমিফাইনালে ওঠার জন্য দুই দলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের জিততেই হতো শেষ চারে জায়গা পেতে। অন্যদিকে পাকিস্তানকে জিততে হলে ৩৩.৩ ওভারের মধ্যে লক্ষ্য পূরণ করতে হতো। কিন্তু সেই হিসেবের ধারে-কাছেও যেতে পারেনি তারা। জয় তো দূরের কথা, লজ্জার হার সঙ্গী করেই টুর্নামেন্ট থেকে কার্যত ছিটকে যায় পাক শিবির।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারতের শুরুটা কিছুটা নড়বড়ে হলেও ৪৭ রানের ওপেনিং জুটি গড়ে তোলেন অ্যারন জর্জ ও বৈভব সূর্যবংশী। অ্যারন ২৫ বলে ১৬ রান করেন। বৈভব ২২ বলে ৩০ করলেও বড় ম্যাচে তাঁকে বারবার ব্যর্থ হতে দেখা যাচ্ছে, যা চিন্তায় রাখবে টিম ম্যানেজমেন্টকে। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রেও ব্যর্থ হন। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন বেদান্ত ত্রিবেদী। কণিষ্ক চৌহান ২৯ বলে ৩৫ ও অম্বরীশ ২৯ রান যোগ করেন। ভারত ৪৯.৫ ওভারে ২৫২ রানে অলআউট হয়।

রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তানের শুরুটা আরও খারাপ হয়। হামজা জাহুর ৪২ ও উসমান খানের ৬৬ ছাড়া আর কেউ দাঁড়াতে পারেননি। ভারতীয় বোলিংয়ের দাপটে পাকিস্তান ৪৬.২ ওভারে ১৯৪ রানে অলআউট হয়ে যায়। খিলান প্যাটেল ও আয়ুষ মাত্রে নেন তিনটি করে উইকেট।

সন্তোষে পিছোল বাংলার ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্তোষ ট্রফিতে অব্যবস্থা নিয়ে এআইএফএফ-এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল আইএফএ। অসমের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের পর ১২ ঘণ্টা বাস যাত্রা করতে হয়েছিল গোটা বাংলা দলকে। এরপরই শনিবার দুপুরে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের ডেপুটি জেনারেল এম সত্যনারায়ণকে চিঠি দিয়েছিল বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। দু'পাতার চিঠিতে বাংলার কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করে আইএফএ। সেই দাবি মেনে নিয়ে ম্যাচ পিছিয়ে দিল এআইএফএফ।

আগামী দশ বছর 'খেলো ইন্ডিয়া', ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি: খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্প নিয়ে বড়সড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। রবিবার বাজেট পেশের সময় তিনি জানান, খেলো ইন্ডিয়া মিশন শুরু করতে চলেছে কেন্দ্র। আগামী ১০ বছর ধরে চলবে এই মিশন। খেলার দুনিয়ায় নতুন তারকা তুলে আনাই শুধু নয়, কর্মসংস্থানও বাড়বে এই মিশনের মাধ্যমে।

মনু ভাকের, সৌরভ চৌধুরী, অংশু মালিকের মতো অ্যাথলিটরা উঠে এসেছেন কেন্দ্রের খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্প থেকে। অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতেছেন মনু। সৌরভ-অংশুদের ঝুলিতে রয়েছে কমনওয়েলথ গেমস পদক। বাজেট ভাষণে নির্মলা বলেন, 'ভারত এখন কেবল অংশ নেওয়ার জন্য খেলতে যায় না। বরং ক্রীড়াদুনিয়ায় পাওয়ার হাউস হয়ে উঠেছে। এখন খেলার অর্থ স্রেফ পদক জয় নয়, খেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আর্থিক বৃদ্ধিও। খেলায় রয়েছে প্রচুর কর্মসংস্থান।' অর্থমন্ত্রী জানান, 'খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করা হচ্ছে ইতিমধ্যেই। সেখান থেকেই আমি আগামী ১০ বছরের জন্য খেলো ইন্ডিয়া মিশন চালুর প্রস্তাব করছি। এই মিশনের মাধ্যমে আগামী ১০ বছরে ভারতের ক্রীড়া সংস্কৃতি একেবারে বদলে যাবে।' নির্মলার ইঙ্গিত, এই মিশনের মাধ্যমে বাড়বে বহু কর্মসংস্থান।

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-WB/BIR/MAY1/KAN/41/2025-26 dated 28/01/2026** bid submission date is **30/01/2026 from 5:00 PM** onwards to Last date **13/02/2026 till 5.00 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Kanachi Gram Panchyat

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2072/25-26 Dated 02.02.2026	Repair and Upgradation work of Concrete Road with Drain from Laha Bari to Archana Roy in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 51 (Proposul Serial No - 01), within 147 Sonarpur A.C.	Rs. 1,63,137.00

Bid Submission end date: **10.02.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

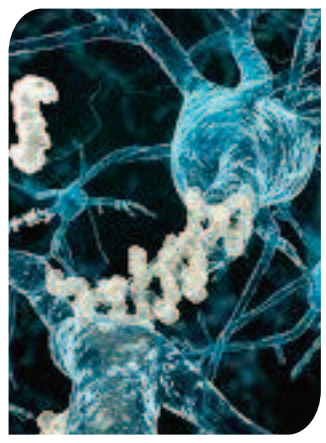

দুয়ারে স্মৃতিভ্রমের সংকেত সতর্ক না হলেই সর্বনাশ

ডাঃ শামসুল হক

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন মানুষের জীবনে এমনই একটা ভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে যখন নিজেকে চিনতে এবং বুঝতেও যেন তাঁর ভুল হয়ে যায় এবং তার ই ফলস্বরূপ দুর্বিসহ হয়ে ওঠে তাঁর জীবনটাও । তখন আপনা আপনিই কমে রায় তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং ধীরে ধীরে হ্রাস পায় তাঁর চেতনার স্রোত ও ।

আপাতদৃষ্টিতে সেই রোগটাকে অতি নীরব বলে মনে হলেও আদতে তা কিন্তু নয় । ক্ষেত্রবিশেষে মারাত্মক রূপ ও ধারণ করতে পারে সে। আর শতাধিক বছরের পুরাতন এই ব্যাধির এখনও পর্যন্ত সঙ্গত কোন কারণ খুঁজেও পাওয়া যায়নি। তবে বিগত শতাব্দীর প্রথমের দিকে একজন জার্মান সাইকিয়াট্রিস্ট এই রোগের কারণ উদ্ভাবনে প্রথম আগ্ হ প্রকাশ করেন । অ্যালয় অ্যালঝাইমার্স নামক সেই চিকিৎসক ডিসমেনোরিয়া রোগে আক্রান্ত একজন রোগীকে নিয়েই শুরু করেন তাঁর সেদিনের গবেষণাকর্ম ।

চিকিৎসক অ্যালঝাইমার্স তাঁর গবেষণার প্রথমার্ধে সেই রোগকে ক্রণিক নিউরো ডিজেনেরেটিভ ডিজিজ বলেই চিহ্নিত করেন এবং ঘোষণা করেন এই রোগে মাথার ঘিলু ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। তারপর নানান ধরণের দুশ্চিন্তায় কাটবে তাঁর দিনরাত্রিও । তিনি এও জানান যে , কম বয়সীদের মধ্যে এই ধরণের রোগ হ ওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। আর সেটা শুনে স্বস্তিও পেয়েছিলেন অনেকে ।

মানুষের মস্তিষ্ককেই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনাও করেছিলেন তিনি । একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের গড় ওজন মোটামুটিভাবে এক কিলোগ্ াম তিনশ গ্রামের মধ্যেই হয়ে থাকে । কিন্তু কোন কারণে যদি কমে যায় সেই পরিমাণ তাহলে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে প্রবল সেটা তাঁর গবেষণার ই ফলাফল হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন সেইসময় আক্রান্ত মানুষটির মস্তিষ্ক শুষ্ক হতে থাকে। হয় শীর্ণকায় ও । পরবর্তী সময়ে সেটা পরিচিতিলাভ করে মস্তিষ্কক্ষয় , এই নামেই ।

একজন সুস্থ মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে গড়পড়তা এক হাজার কোটি স্নায়ু কোষ থাকে । নানা কারণে তারা আবার ক্ষয়প্রাপ্ত ও হয় । পরে নতুন করে গজায় ও সেই কোষ । সেইভাবে চক্রাকারেই চলতে থাকে সেই ঘটনা। কিন্তু মস্তিষ্কে অপর আর এক স্নায়ুকোষ, যেটা পরিচিত পূর্ণাঙ্গ স্নায়ুকোষ নামে , তা বিগড়ালেই দেখা দেয় সমস্যা। তখনই সৃষ্টি হয় স্মৃতিভ্রম নামক অতি অপ্রত্যাশিত সেই রোগের ।

ডাঃ অ্যালঝাইমার্সের গবেষণার ফলাফল হিসেবেই যেহেতু আবিষ্কৃত হয়েছে সেই রোগ । সেইহেতু তার নামকরণ ও করা হয়েছে তাঁর ই নামে। অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সেই রোগ পরিচিত হয় অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ নামেও। মোটামুটিভাবে বয়স্কদের সেই রোগ তখন একরাশ চিন্তার জট নিয়ে হাজির হয় তাঁদের ই মনের দুয়ারে।

অ্যালঝাইমার্স এমনই একটা জটিল রোগ যা বয়স্ক মানুষের মনের মাঝে আবির্ভূত হয় স্মৃতিশক্তির অপ্রত্যাশিত একটা ঘাটতিকে সঙ্গী করেই। প্রাথমিক পর্বে সেটা আবার কেউ অনুভব করতেও পারেন না। একটু একটু করে তাঁরা ভুলতে থাকেন অতীত দিনের যাবতীয় স্মৃতিকথা এবং স্মৃতিচিহ্নও ।

আর অবশেষে এমনই একটা পরিস্থিতি আসে যে তখন সেই সমস্যা থেকে সহসা মেলে না মুক্তির পথও ।

তারপর সেইভাবেই কেটে যায় অনেকগুলো বছরও। আর ক্রমাগতভাবেই বাড়তে থাকে জটিল ও কঠিন সেই রোগের গতিপ্রকৃতি ও। সেইসময় রোগী নিজে না হলেও তাঁর আত্মীয় স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে অনেকেই কিছুটা সচেতন ও হয়ে ওঠেন । শুরু হয় চিকিৎসাও।

এটা তো হল আমারদরই এই চেনাজানা পরিবেশের একটা দিকের চেনা জানা চিত্র। অপর দিকে আবার দেখা যায় অন্য ছবিও । এমনও অনেক পরিবারের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে এই ধরণের সমস্যার মধ্যে দেখা গেছে অনীহা ভাবও । তখন সেইসব পরিবারে নিজেদের মধ্যে কোনকিছু বোঝা কিংবা ভাবার পরিবর্তে শুরু হয়ে যায় নানান ধরণের সন্দেহ এবং সেইসঙ্গে অবহেলাও ।

রোগীর মনটাও তখন নানান শঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরণের ভ্রান্তি তখন তাঁকে অক্টোপাসের মতো এমনিভাবে বন্দী করে ফেলে যে কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক, সেটা বোঝার ক্ষমতা টুকুও হারিয়ে ফেলেন তিনি। তখন তাঁর মনে হয় তাঁর ঘনিষ্ঠজনরাই প্রতারণা করছে তাঁর সাথে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, গয়না গাটি , টাকাপয়সা ইত্যাদি গ্রাস করারই চেষ্টা করছে তারা। শুধু তাই নয় , ছিনিমিনি খেলছে তাঁর নিজস্ব মানসম্মান নিয়েও । আর তারই ফলস্বরূপ সংসারের মধ্যে শুরু হয় নানান ধরণের অশান্তি। আর তারই পরিণতি স্বরূপ সেই মুহূর্তে রোগের প্রকোপ টাও যেন অনেক গুণ বেড়ে যায় ।

অত এব সেইসময় দুর্ভাগ্যজনক অনেক ঘটনাই ঘটে যেতে পারে। তবে সবচেয়ে হতাশাজনক ঘটনা হল এই যে ,আক্রান্ত মানুষটি দীর্ঘদিন ধরে সেই অবস্থায় থাকতে থাকতে শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিকে চরমভাবে বিকারগ্ স্ত হয়ে পড়েন। বলা যেতে পারে তিনি একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েন ।

একসময় হারিয়ে যায় তাঁর হেঁটে চলার ক্ষমতাও । আর সেইভাবে বেশ কিছুদিন কাটার পর তাঁর দেখভালের ই দায়িত্বে থাকা লোকেদের কাছেও তিনি সন্দেহভাজন হয়ে ওঠেন। আর তারপর উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক টাও যেন ভীষণ বিষাদময় ও হয়ে ওঠে । ফলস্বরূপ আক্রান্ত মানুষটি একসময় প্রায় একাই হয়ে পড়েন । ইচ্ছে থাকলেও তখন তাঁকে কেউ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার প্রয়োজন বোধ ও করেন না। ফলে বিছানায় অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ও থাকে না । তখন যেকোন ধরণের খাবারের প্রতিও অনীহা জন্মায় তাঁর । ঘুমের কথা তো ভুলেই যান তিনি । ফলে তারপর জটিল থেকে জটিলতর ই হতে থাকে রোগের গতি প্রকৃতিও । আর সেইভাবে চলতে চলতেই একসময় এই পৃথিবী থেকে হারিয়েই যান তিনি।

এটাই হল স্মৃতিভ্রম রোগে আক্রান্ত রোগীদের চরম পরিণতি। অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে উন্নত হয়েছে চিকিৎসার মানও । তাই এখন অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার কাজও। সুতরাং অনেকে ফিরে পাচ্ছেন নতুন জীবন ও । তবে একটা কথা একশো শতাংশ ই সঠিক যে, একটু সতর্ক থাকলে এবং নিজস্ব চেতনাকে একটু জাগ্রত করলে সহজেই অনুভব করা যায় এই রোগের আগমন বার্তাও। আর সেটা সম্ভব হলে অতি সহজে নেওয়া যায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও ।

মোবাইল ফোন ও শারীরিক ক্ষতি

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ইসলাম

মোবাইল ফোন আধুনিক জীবনের অপরিহার্য প্রযুক্তি হলেও এর অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানবদেহে বহুমাত্রিক শারীরিক ক্ষতির জন্ম দিচ্ছে; যা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। এই ক্ষতিগুলো তাৎক্ষণিক নয়, বরং দীর্ঘ সময় ব্যবহারে ধীরে ধীরে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। চোখের ওপর মোবাইল ফোনের প্রভাব নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক গবেষণায় দেখা যায়, দীর্ঘ সময় স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকার ফলে চোখের পলক ফেলার হার স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ কমে যায়। ফলে কর্নিয়ায় চাপ সৃষ্টি হয়, চোখ জ্বালা, শুষ্কতা, ঝাপসা দেখা ও মাথাব্যথার মতো সমস্যা দেখা দেয়, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ডিজিটাল আই স্ট্রেইন বলা হয়। স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো (Blue Light) চোখের রেটিনার আলোসংবেদনশীল কোষের ক্ষতি করে, যা দীর্ঘমেয়াদে দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি বাড়ায়। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই ক্ষতি আরও দ্রুত ও গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। মেরুদণ্ড ও পেশিতে মোবাইল ফোনের প্রভাবও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। মাথা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় ৫ কেজি ওজন বহন করে। কিন্তু মোবাইল ব্যবহারের সময় মাথা ৩০,৬০ ডিগ্রি কোণে ঝুঁকিয়ে রাখায় ঘাড়ের ওপর চাপ ১৮,২৭ কেজি পর্যন্ত বেড়ে যায়। এই অতিরিক্ত চাপ দীর্ঘদিন ধরে পড়ায় ঘাড়, কাঁধ ও মেরুদণ্ডের ডিস্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যা টেক্সট নেক সিনড্রোম এবং অকাল মেরুদণ্ডজনিত রোগের কারণ। অনেক ক্ষেত্রে অল্প বয়সেই স্পন্ডিলোসিসের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। ঘুমের ওপর মোবাইল ফোনের প্রভাবও বৈজ্ঞানিকভাবে গুরুতর। স্ক্রিনের নীল আলো মস্তিষ্কের পাইনিয়াল গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে মেলাটোনিন হরমোনের নিঃসরণ দমন করে। মেলাটোনিন কমে গেলে শরীর ঘুমের সংকেত পায় না, ফলে অনিদ্রা ও ঘুমের গুণগত মানের অবনতি এবং জৈবিক ঘড়ির ভারসাম্য নষ্ট হয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, হরমোনজনিত সমস্যা, মানসিক অবসাদ ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে। এছাড়া মোবাইল ফোন ব্যবহারের সঙ্গে শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। দীর্ঘ সময় বসে থাকা ও স্ক্রিনে মনোযোগ স্থূলতা, ইনসুলিন প্রতিরোধ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়; যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে sedentary lifestyle disease হিসেবে পরিচিত। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, এসব ক্ষতির অনেকটাই প্রাথমিক পর্যায়ে উপসর্গহীন থাকায় ব্যবহারকারীরা বিষয়টি অবহেলা করেন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে বলছে; মোবাইল ফোন নয়, বরং এর অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারই আমাদের জন্য নীরব স্বাস্থ্যঝুঁকি।

সচেতন ব্যবহার, নির্দিষ্ট সময় পরপর বিরতি, চোখ ও শরীরের ব্যায়াম এবং ঘুমের আগে স্ক্রিন এড়িয়ে চললে এই ক্ষতির অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ক্যানসার মানুষের শরীরের থেকেও বেশি মানুষের চিন্তা-ভাবনায়

জয়দেব বেরা

আমরা জানি ক্যানসার হল মূলত এক মারণ ব্যাধি।এটি এমন একধরনের জটিল রোগ,যা ব্যক্তির জীবনকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ব্যক্তির শরীর ঠিক থাকেনা,নানান সমস্যায় তাকে ভুগতে হয়।অবশেষে হয়তো তার মৃত্যুও হতে পারে।এই ক্যানসারের কথা আমরা কম-বেশি সবাই জানি।এটা হল ব্যক্তির শারীরিক ক্যানসার। তবে এই ক্যানসার কেবল যার হয় তারই ক্ষতি হয়।সমাজের কোনও ক্ষতি হয়না। সমাজের কোনও অকল্যাণ হয়না।

কিন্তু আমার আলোচনার বিষয় হল একটু ভিন্ন ধরনের। সেটি হল সামাজিক-মানসিক ক্যানসার নিয়ে,যা শারীরিক ক্যানসারের থেকেও বেশি ভয়াবহ। বর্তমান সময়ে গণমাধ্যম দেখলেই প্রথমে যে খবরগুলো দেখতে পাই তা হল-ধর্ষণ,খুন,রাজনৈতিক হিংসা, পাচার, দুর্নীতি,

জাতি-ধর্মীয় বিভেদ,দারিদ্র ও বেকারত্বকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যা, বাল্য বিবাহ, পরকীয়া, নারী নির্যাতন প্রভৃতি। এইগুলো হল সামাজিক সমস্যা বা ব্যাধি যা একজন মানুষের সামাজিক-মানসিক চিন্তাভাবনাকে আক্রান্ত করে।

এর ফলে মানুষের চিন্তাভাবনায় ক্যানসার দেখা যায়। অর্থাৎ গণমাধ্যমে দেখলেই এখন যে খবরগুলো বেশি বেশি করে দেখতে পাই তা হল- একজন বাবা তার মেয়েকে ধর্ষণ করছে,একজন ভাই তার নিজের ভাইকে খুন করছে, একজন স্ত্রী তার স্বামীকে খুন করছে আবার একজন স্বামী তার স্ত্রীকে খুন করছে, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে চাকরি করতে দেবে না বলে তার হাত কেটে নিচ্ছে, একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করছে, একজন দলিত মানুষকে আজও নিম্নবর্গীয় করে রাখ হয়েছে, একজন বাবা-মা তার মেয়েকে শিক্ষার আলো না দিয়ে তাকে বোঝা ভেবে বাল্য বিবাহ দিয়ে দিচ্ছে,একজন প্রেমিক তার প্রিয় প্রেমিকাকেও ধর্ষণ করছে,বাড়ছে যৌন হেনস্থা এবং যৌনতাকে নিয়ে হুমকি ও ব্ল্যাকমেইল, একজন ছেলে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অত্যাচার করছে,সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে চলছে রাজনৈতিক হিংসা ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব,চলছে নারী নির্যাতন, পরকীয়া প্রভৃতি।এই সবই কিন্তু মানুষের নেতিবাচক চিন্তাভাবনার ফলাফল। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যাগুলো মানুষের মানসিক চিন্তাভাবনাকে এতটাই গ্রাস করেছে যে মানুষের চিন্তাভাবনাগুলো এখন ক্যানসারের মতো নেতিবাচক হয়ে গেছে।

শরীরে ক্যানসার হলে একজন মানুষ হয়তো মারা যেতে পারে কিন্তু সমাজের কোনও ক্ষতি কিন্তু হবে না। তবে মানুষের সামাজিক-মানসিক চিন্তাভাবনায় ক্যানসার হলে একজন ব্যক্তি কেবল নয় পুরো সমাজটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সমাজ এবং সমাজের একক মানুষের ইতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলো আজ কোথায় গিয়েছে বলতে পারেন?যেখানে একজন মেয়ে তার নিজের বাবার কাছেও নিরাপত্তা পাচ্ছে না।যে বাবাকে ভগবানের চোখে দেখা হয়। যদিও সবাই সমান নয়। একজন ছেলে বৃদ্ধ বাবা-মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে,একজন শিক্ষার্থী তার প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে।

হাসপাতালে হচ্ছে পাচার ও ধর্ষণ এবং চলছে বিপুল দুর্নীতি। আইনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও চলছে দুর্নীতি ও ধর্ষণ।যে আইনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানুষকে সঠিক সুবিচার দিতে শেখায়,নিরাপত্তা দিতে শেখায়। মানুষ আজ কোথায় যাবে বলুনতো তো? শিক্ষা- স্বাস্থ্য- ধর্মীয়- আইনি- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এমনকি নিজের বাড়িতেও নিরাপত্তার অভাব। কেবল নিরাপত্তা নয় বিশেষ করে অভাব মানুষের মূল্যবোধের, অভাব মানুষের সততা ও ইতিবাচক চিন্তাভাবনার।

বর্তমান সময়ে মানুষের সামাজিক ও মানসিক ইতিবাচক চিন্তাভাবনাগুলো অবক্ষয় হতে শুরু করেছে, হারিয়ে যাচ্ছে মানবিক মূল্যবোধও।যার ফলে বাড়ছে সামাজিক ও মানসিক ব্যাধি তথা সামাজিক ও মানসিক ক্যানসার।মানুষের শরীরের পাশাপাশি মানুষের সামাজিক-মানসিক চিন্তাভাবনায় বেশি ক্যানসার হচ্ছে তাই হয়তো বৃদ্ধি পাচ্ছে এত অপরাধ,এত সামাজিক ও মানসিক সমস্যা। শারীরিক ক্যানসার একজন মানুষের জীবন নিতে পারে, কিন্তু মানুষের চিন্তাভাবনায় ক্যানসার হলে সমগ্র সমাজই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

তাই আমাদেরকেই সামাজিক ডাক্তার হয়ে মানুষের এই সামাজিক ও মানসিক তথা চিন্তাভাবনায় আক্রান্ত ক্যানসারকে দূরীকরণ করতে হবে। তার জন্য চাই সঠিক কাউন্সেলিং,গাইডেন্স, সচেতনমূলক সেমিনার,ক্যাম্প এবং আইনি কঠোরতা। সমাজকর্মী,মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক তথা সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, প্রশাসন সহ সমাজের সমস্ত মানুষকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ সমাজের প্রতি সবার একটা দায়িত্ব রয়েছে।সবার লক্ষ্য হবে অভিন্ন তা হল-মানুষের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা, মানুষের মূল্যবোধ বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি মানুষকে সংস্কৃতিবান ও সামাজিক করে তোলা। পাশাপাশি চাই সাংবিধানিকভাবে কঠোর আইনি উদ্যোগ নেওয়া। সমাজকে সুস্থ রাখতে হলে মানুষের চিন্তাভাবনাকে আগে সুস্থ করতে হবে। তবেই সমাজ সুস্থ ও সুন্দরভাবে এগিয়ে চলবে তার নিজের ছন্দে। তবেই সমাজের একক হিসাবে মানুষও ভালো থাকবে, ভালো থাকবে মানুষের চিন্তাভাবনা তথা মন।

লেখক: অতিথি অধ্যাপক, লেখক,সমাজকর্মী এবং সমাজ-মনোবিশ্লেষক